যদি জাগে প্রাণ

রিয়াদুল হাসান

তওহীদ প্রকাশন

যদি জাগে প্রাণ

রিয়াদুল হাসান

প্রথম প্রকাশ: ৫ ফাল্গুন ১৪২৯, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ : মোস্তাফিজুর রহমান অপু

লে-আউট কম্পোজিশন : ওবায়দুল হক বাদল

মূল্য : ৩৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়:

তওহীদ প্রকাশন

১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

tawheedprocation@gmail.com

উৎসর্গ

ভোগবাদী সভ্যতার পতন ঘটিয়ে
মানবিক সভ্যতা নির্মাণ যাদের স্বপ্ন সাধনা।

ভূমিকা

সাহিত্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে, সেটা সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনে। সাহিত্য যদি সময়োপযোগী না হয় তাহলে সেটা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় না। মানুষের সমাজে সুসময় ও দুঃসময় পালাক্রমে আসে। সাহিত্যে সেই সময়ের ছায়া পড়ে। আর নিজের সময়টাকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার দায়বদ্ধতাও সাহিত্যিকের থাকে। এ বইটিতে যে লেখাগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলো চলমান সময় দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সময়টি মানব ইতিহাসের চরম ক্রান্তিকাল। পাঁচশত বছর আগে পাশ্চাত্যে জন্ম নেওয়া বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। পরিয়ে দিয়েছে মেকি এক শিক্ষা ও প্রগতির খোলস। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যস্ত প্রতিটি মানুষ। ওদিকে পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বায়নের নাম করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আটশো কোটি মানুষের উপরে। এর প্রয়োজনে একটার পর একটা দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, ভয়াবহ মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে, সেসব অস্ত্র বিক্রির জন্য নতুন নতুন দেশে যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ বিগত চার দশকে পৃথিবীতে অন্তত দেড় কোটি মানুষ নিহত হয়েছে। আট কোটি মানুষ এই মুহূর্তে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। মায়ানমার, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়াসহ আরো অনেক দেশে গণহত্যা পরিচালিত হয়েছে। এই সবগুলো দেশেই মুসলিম নামক জনগোষ্ঠীটি আক্রান্ত হয়েছে।

চিন্তাশীল মানুষেরা বলছেন, এটা স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের বলা 'সভ্যতার সংঘাত'। এ সংঘাতে পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা মূলত ইসলামকে তার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এজন্য প্রোপাগান্ডা অস্ত্র হিসাবে ইসলামভীতি প্রচার করেছে কয়েকশ বছর ধরে। পরিকল্পিতভাবে পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটানো হয়েছে। পরিণামে মুসলিম দেশগুলোর পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। এমন কি স্বয়ং স্রষ্টাও না!

কী এর কারণ? মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাজহাব, ফেরকা ও আধ্যাত্মিক তরিকাগত দ্বন্দ্ব তাদেরকে এক হতে দিচ্ছে না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তারা মত্ত, মগ্ন। ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে তারা দাস। এক সময় যে মুসলিমরা ছিল উন্নত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন উদারমনা সভ্য জাতি তারা আজকে ধর্মান্ধ, গুজব ও হুজুগে মেতে ওঠা, যুক্তিবোধহীন, পিছিয়ে পড়া একটি বিশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী। এই পরিণতির কারণ কী? কারা মুসলিম জাতির ভিতরের শত্রু? কী করে সমগ্র মানবজাতিকে আবার একটি পরিবারে পরিণত করা সম্ভব?

প্রশ্ন আসতে পারে, এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার উপযুক্ত জায়গা কি কবিতা অথবা গান? আমার বিশ্বাস, বইয়ের সবগুলো লেখা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে এর থেকে মানবজাতির চলমান সংকট থেকে মুক্তির পথনির্দেশ লাভ করা যাবে। যে ভোগবাদী সভ্যতা আমাদের চিন্তাশক্তি ও মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার পথ ও পাথেয় দুটোই যথাযথভাবে ঠাঁই পেয়েছে লেখাগুলোতে। তবে লেখার চূড়ান্ত বিচারক পাঠক। বইটিতে ২০১২ সাল থেকে শুরু করে ২০২২ সাল পর্যন্ত পুরো এক দশক জুড়ে চলা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে লেখা কবিতা ও গান ঠাঁই পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা গানের প্রচলিত কাঠামো অনুসরণ না করায় অনেকেই হয়ত সেগুলোকে গান বলতে আপত্তি করবেন, তবু কিছু কবিতা ছন্দবদ্ধ হওয়ায় তাতে সুরারোপ করা সম্ভব হয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয়েছে। আমাদের সমাজে গীতিকারকে সাহিত্যিক বলার রেওয়াজ নেই, সেটা নিয়ে কোনো ওজর আপত্তিও নেই। শুধু একটি আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে বইয়ের নামকরণে- 'যদি জাগে প্রাণ'। যদি লেখাগুলো পড়ে কারো প্রাণ মানবতার মুক্তি-সংগ্রামে জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত হয় তাহলে এ প্রয়াস সার্থক হবে।

রিয়াদুল হাসান

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

সুরা ফালাক্ ১১
সুরা ফীল (ভাবানুবাদ) ১২
অন্বেষা ১৩
কে তুমি পথিক ১৪
দিন বদলের ডাক ১৫
জীবনের সারকথা ১৬
ধর্ম হবে সর্বময় ১৭
যারা বাংলায় কথা কয় ১৮
রণসাজে বাঙালি ১৯
হায় আধুনিক সভ্যতা ২১
বিজয় আসছে ২২
প্রগতির অহঙ্কার ২৩
শহিদ ২৫
বাঁচতে হলে মরতে শিখো ২৬
ধর্মব্যবসা ২৭
বিপ্লবেরই মন্ত্র চাই ২৮
গোস্তাখি মাফ হয় ২৯
ধর্মজীবীরা সাবধান ৩০
মুফতি জঙ্গিবাদীর দাওয়াত ৩১
দৌড় ৩৩
বীর বাঙালির অঙ্গীকার ৩৪
মুক্তির আহ্বান ৩৫
অভিযান ৩৬
অগ্নিকন্যা ৩৭
ধাবমান ৩৯
পরিবর্তন আসবে ৪০
সত্যযুগ ৪১
কৃষিবিপ্লব ঘরে ঘরে ৪২

চোখের পলকে ৪৩
এক মহা সংকট ৪৪
দেখা হবে কুরুক্ষেত্রে ৪৫
ডিজিটাল দিনকাল ৪৬
গুজবের গজব ৪৮
বিজয় পতাকা ৫১
জীবনের বন্ধুর পথে ৫৩
আঁচলে গ্রেনেড ৫৪
বোধহীন ৫৫
অভিশপ্ত ৫৬
আমাদের কর্মফল ৫৭
শ্রেষ্ঠ জাতি ৫৮
দাসত্বকাল ৫৯
আগামীর বিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষে ৬০
বাঙালির কালনিদ্রা ৬১
অন্ধত্ব ৬২
নাগরিক অগ্নিকাণ্ড ৬৩
চেতনার ঘুর্ণিপাকে - জনতা দুর্বিপাকে ৬৪
সময়ের এক্স-রে ৬৫
সুখে আছ যারা ৬৬
বিপ্লব ৬৭
জীবনের দাম ৬৮
কেন এত হানাহানি ৬৯
আগমনী ৭০
চির আপন ৭২
ঢেউ ৭৩
সেদিন কি আর আসবে না? ৭৪
চিরবন্ধু ৭৫
উত্তরসূরি ৭৬

অভিনয়..... ৭৭
দ্যা লিডার অফ দ্যা টাইম..... ৭৮
ইনশা'আল্লাহ..... ৭৯
মকবুল হজ্ব..... ৮০
মো'মেন হয়েই বাঁচতে হবে..... ৮১
কাবার কান্না..... ৮২
বর্ণমালা..... ৮৪
জাগো..... ৮৫
হাজার সালাম..... ৮৬
কাফেলা..... ৮৭
এগিয়ে চলরে বীর..... ৮৮
তূর্য বাজে..... ৯০
রহমতের বৃষ্টিধারা..... ৯১
হুকুম মানবো এক আল্লাহর..... ৯২
ঘুম ভাঙ্গার ডাক..... ৯৩
বালাগ বন্ধ হবে না..... ৯৪
শুভ জন্মদিন..... ৯৫
ভিন্ন মানুষ..... ৯৬

সুরা ফালাক্ব

বল, "চাই আশ্রয় ঊষার রবের, অনিষ্ট থেকে সব সৃষ্ট জীবের,
যখন ঘনায় রাত সেই লগনের, যত অপকার থেকে ঘোর আঁধারের।
আর যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয়, যাদুকরী নারী পাপাচারী অতিশয়।
পানাহ চাই হিংসুটের আত্মা থেকে, যখন সে হিংসায় মত্ত থাকে।"

বলো তুমি হে রসুল, হাবিব আমার, শ্রেষ্ঠমানব তুমি সারা দুনিয়ার,
বল, "তোমার আশ্রয় চাহি হে দয়াময়, যখন পূর্বাচল আলোকিত হয়,
প্রভু তুমি ঊষাকাল, প্রভাত বেলার, মার্জনা কর প্রভু, আমি গোনাহগার,
দূর করে দাও মোর চারিপাশ হতে, অনিষ্ট, ক্ষতি যত আছে জগতে।

নিশার তিমিরে ঢাকে দিনের বেলা, ছুটে আসে আঁধারের তীক্ষ্ণ ফলা,
কদর্য কুৎসিত পাপের ছায়া, আলোহীন আত্মারা মিলায় কায়া,
তখন একটি শিখা অকূল পাথারে, জ্বেলে রেখো দয়াময়, তুমি দয়া করে।
তোমার নিজের নূরে আলোকিত করে, দেখাও সুপথ প্রভূ এই অভাগারে।

তোমার পথের পরে কাঁটা ফেলে যারা, ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায় নূরের ফোয়ারা।
দিবানিশি করে যায় শুধু মন্ত্রণা, সুপথের যাত্রীরে দেয় যন্ত্রণা,
সেই সব পাপীদের হোক অবসান, তাদের ফেৎনা হতে কর পরিত্রাণ।
ব্যর্থ করতে চায় তোমার অভিপ্রায়, তাদের দৃষ্টি হতে দিও আশ্রয়।

আরো যত আছে বদ কলুষিত প্রাণ, হিংসার দাবানলে জ্বলে দিনমান,
জিভের ডগায় বাস করে ইবলিস, অকলুষ মনে ঢালে মিথ্যার বিষ,
তোমার হুকুমে তারা হোক বরবাদ, ভেঙে যাক সব জালেমের বিষদাঁত।
হিংসার সুরাপানে তারা উন্মাদ, শাররি হাসিদীন ইযা হাসাদ।

▶ *এটি সুরা ফালাক্বের ভাবানুবাদ। প্রথম ছত্রে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। পরবর্তী প্রতিটি ছত্রে একটি করে আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে।*

সুরা ফীল (ভাবানুবাদ)

তোমার অজানা নয় সেই কাহিনী, এসেছিল মক্কায় হাতি বাহিনী,
যে বছর তুমি আসো এই ধরাতে, সে বছর আবরাহা আসে মরুতে।
কাবাকে ধ্বংস করা ছিল অভিপ্রায়, আমার বান্দা যারা ছিল অসহায়।
বাদশাহর সুবিশাল সেনাবাহিনী, তোমার তো জানা আছে সেই কাহিনী।

তোমার তো এও জানা কি হল সেথায়, সুখে ছিল ইয়ামেন আবিসিনিয়ায়।
আনলো মরণ ডেকে অহঙ্কারী, আল্লাহর ধরা সে যে কঠিন ভারি।
দিগন্ত ছেয়ে গেল কীসের ছায়ায়, হাতির বাহিনী ছোটে প্রাণের মায়ায়,
আবরাহা বাদশাহর ভীরু চাহনি, রসুল তুমি তো জান সেই কাহিনী।

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে পাখি আবাবিল, শিলাবৃষ্টির মত পাথরের ঢিল।
বুঝল যখন বাকি নাই যে সময়, আল্লাহর জয় কভু ফেরাবার নয়।
বিলুপ্ত হল তারা নিয়ে দল বল, পড়ে থাকে যেন ভক্ষিত তৃণদল।
ছিঁড়ে খেল শবখেকো চিল-শকুনী, তুমি তো জানো সবই সেই কাহিনী।

এভাবেই চিরকাল এই দুনিয়ার- বুকে জন্মেছে যত পাপী দুরাচার।
ধ্বংস হোয়েছে তারা সদলবলে, ফেরাউন ডুবে গেছে সাগর তলে।
মশার কবলে পড়ে মরে নমরুদ, সমূলে ধ্বংস হয় আদ আর সামুদ।
ডুবে যায় ধরা-ভাসে নূহের তরণী, তোমার অজানা নয় সেই কাহিনী।

আছে যত নমরুদ আর ফেরাউন, ধ্বংস হবেই হবে সব মালাউন।
এবারে তৈরি হও তুমি দাজ্জাল, এসেছে তোমার সেই নিদানের কাল।
জেগেছে সত্য জাতি হক এমামের, আল্লাহর সুন্নাতে নাই হেরফের,
অচিরে শান্ত হবে প্রিয় ধরণী, প্রতারক দাজ্জাল হবে কাহিনী।

১৩

অন্বেষা

আমি নইতো জড় - নইতো প্রাণ
সত্যে আমার অধিষ্ঠান-
আমায় নইলে বন্ধু তোমার
মিথ্যে সকল প্রতিষ্ঠান।

আমি নইতো বামন - নইতো শ্রমণ
নই পুরোহিত আরবি বেশ-
আমার চরণ তলায় তোমার
বর্ণবাদী ধর্ম শেষ।

আমি নই আরশে - নই আকাশে
নই পাতালে কৈলাসে
আমার মিলন নেশায় তুমি,
ছুটছো কোথায় সন্ন্যাসে?

আমি নেই তো কাবায় - নেই মথুরায়
নেই শিনাগগ মন্দিরে
আমার শরণ চাইলে তোমার
দৃষ্টি ফেরাও সুন্দরে।

আমি নই তো আরব - নই অনারব
সত্যে আমার অধিষ্ঠান,
কাবার পরে দাঁড়িয়ে আমি-
বেলাল হয়ে গাই আজান।

কে তুমি পথিক

কে তুমি পথিক? হিন্দু আমি।
কে তুমি? মুসলমান।
কে তুমি গেরুয়া বেশ ধরে যাও,
বৌদ্ধের সন্তান।

আমি বলি ভুল ভাবছ সবাই
হাজার বছর ধরে,
এক পিতামাতা থেকে এক জাতি
এই পৃথিবীর প'রে।

কে তুমি পথিক? গণতান্ত্রিক।
কে তুমি? সাম্যবাদী।
ভুলে যাও সব বাদ-মতবাদ
ধর্মের বেসাতি।

হাতে হাত রাখ, বুকে টেনে নাও
সবাই সবার ভাই,
ভেদাভেদ সব ছুঁড়ে ফেলে চল
এক জাতি হয়ে যাই।

একই স্রষ্টার সৃষ্টি আমরা
তাঁর কাছে যেতে হবে,
তাঁর বিধানের আশ্রয় নিলে
পৃথিবী শান্ত হবে।

১৫

দিন বদলের ডাক

দিন বদলের ডাক এসেছে শপথ নাও সবাই
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নয় সবাই সবার ভাই।
ছুঁড়ে ফেল সব বাদ-মতবাদ অসার তন্ত্র-মন্ত্র,
ধর্ম জাতির সীমানা প্রাচীর, গোলামীর ষড়যন্ত্র।
অবিচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি হবে শেষ।
একদেশ, একমত, একজাতি- বাংলাদেশ।

স্বাধীন হয়েও পরাধীন কেন আমরা এ ষোল কোটি?
পরোয়া করি না কোনো ভিনদেশী শত্রুর ভ্রুকুটি।
বত্রিশ কোটি হাতের শক্তি নয় মোটে কমজোর
যদি হয় এক সত্যের পথে, রাত হয়ে যাবে ভোর।
মৃত্যুর পরে হয় জীবনের উন্মেষ।
একদেশ, একমত, একজাতি- বাংলাদেশ।

শান্তির তরে এত চেঁচামেচি এত সভা-সেমিনার
হয় না কিছু, দিন বাড়ে অন্যায় অবিচার
এসেছে জাতির ঘোর সঙ্কট জীবন মৃত্যুক্ষণ,
এখনই সময়- হও ষোল কোটি একজাতি একমন।
একটাই আছে পথ, বাঁচবে অবশেষ।
একদেশ, একমত, একজাতি- বাংলাদেশ।

জীবনের সারকথা

মানুষ মানুষে কোনো ভেদাভেদ নাই,
একই স্রষ্টার থেকে আমরা সবাই।
আমাদের সকলের এক পিতামাতা,
স্মরণ রাখবে সদা এই সারকথা।

ইহকাল পরকালে শান্তির তরে
আল্লাহ দিলেন পথ পৃথিবীর পরে।
সেই পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়,
অন্যায় অবিচারে তারা ডুবে রয়।

ধর্ম সরল, এতে নাই কঠোরতা,
বাড়াবাড়ি করলেই আসে ব্যর্থতা।
কোরান পুরাণ বেদে এক বারতা-
সবার ঊর্ধ্বে যেন থাকে মানবতা।

সকল সত্য সেই স্রষ্টার দান,
বরণ করবে যারা হবে সুমহান।
ন্যায়ের পক্ষে যারা করে সংগ্রাম,
তাদের চরণে কোটি লক্ষ সালাম।

১৭

ধর্ম হবে সর্বময়

ধর্ম থাকুক মর্মে,
আমার সকল কর্মে,
সবার সমাজ চিন্তায়,
ইলিশ মরিচ পান্তায়।
নয়তো শুধু মন্দিরে,
মসজিদেরই অন্দরে,
ধর্ম রবে নিশ্বাসে,
ভিত্তি হয়ে বিশ্বাসে।
মানুষ হওয়ার শিক্ষাতে,
ত্যাগীর জীবন দীক্ষাতে,
শান্তি এবং সংগ্রামে,
ঈসা-মুসা-শিব-রামে।

অপরাধীর সন্তাপে,
আদিপিতার সেই পাপে।
ধর্ম রবে ক্রন্দনে,
শুদ্ধ প্রেমের স্পন্দনে।
বজ্র হয়ে দণ্ডদান,
খড়্গ হয়ে রক্তস্নান,
দুর্বিনীতের অহংকার,
চূর্ণ করার অঙ্গীকার।
ধর্ম শোনায় সে মন্ত্র,
দেয় নিরাপস চরিত্র।

স্রষ্টাকে আর সৃষ্টকে,
আস্তিকে আর নাস্তিকে।
ধর্ম সেতুর বন্ধনে,
বাঁধে আদম সন্তানে।

ধর্ম থাকুক সংগীতে,
থাক সেতারের তন্ত্রীতে।
চারুকলার চত্তরে,
দিন-বদলের মন্তরে।
জন্ম হতে মৃত্যুক্ষণে,
মন্দ-ভালর বিভাজনে,
ধর্ম হবে নির্দেশক,
যেমনি জ্বলে সূর্যালোক।
ধর্ম হবে সর্বময়,
সত্য যেমন সবার হয়।

যারা বাংলায় কথা কয়

এই তো এসেছে সত্য জগতে আর নাই কোনো ভয়।
কেটে যাবে মেঘ উঠবে সূর্য, হবে মানুষের জয়।
আকাশে বাতাসে একই কানাকানি
এই কথা হয়ে যাবে জানাজানি,
এনেছে মুক্তি - এনেছে শান্তি, কারা এত নির্ভয়?
আমরাই তারা নিশিদিন যারা বাংলায় কথা কয়।

উড়বে খুশিতে মুক্ত বলাকা দূর দূর আসমানে,
ছেলে বুড়ো আর তরুণ-তরুণি নাচবে এ প্রাঙ্গণে।
আদম হাওয়ার সন্তান যত
স্রষ্টার প্রতি হবে অবনত,
কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারায় ধুয়ে যাবে অসময়,
আনবে বিজয় নিশিদিন যারা বাংলায় কথা কয়।

ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-আলেম থাকবে না ভেদাভেদ,
শাসক জনতা ধর্মবাদীরা ভুলে যাবে মতভেদ।
একই বাগানের ফুল হবে তারা,
জল পানি মিলে একই স্রোতধারা,
বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ঘুঁচে যাবে সংশয়,
আনবে সুদিন পৃথিবীতে যারা বাংলায় কথা কয়।

১৯

রণসাজে বাঙালি

রক্তে উঠেছে ঝঙ্কার আজি,
প্রলয়ের রণহুঙ্কার, বাজি
রেখেছি জীবন-সম্পদ, সাজে
রণসাজে বাঙালি।
হয়ে একজাতি এক পরিবার,
ভাগ করে নেই যা আছে সবার,
মা মাটি দেশ ধর্ম আমার
নই মোরা কাঙালি।
কামড় দিও না, দাঁত ভেঙে যাবে
হুশিয়ার সাবধান,
মুক্তির দল নয় দুর্বল
সত্যতে বলীয়ান।

ছুঁড়ে ফেলে মরা অতীতের জ্বরা,
বিদ্বেষ আর স্বার্থতে ভরা,
অপরাজনীতি ধর্মের যারা
পুরোহিত ঠিকাদার,
ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি তাদের,
ধর্মব্যবসা জঙ্গিবাদের
শেকড়সুদ্ধ বিষবৃক্ষের
নিশানাও নেই আর।
নজর দিও না, দৃষ্টি হারাবে
মূর্খ শক্তিমান,
মরবার আগে মারতেও পারে
কৃষকের সন্তান।

যে মাটিতে করি সেজদা প্রণতি,
সোনালি ধানের উৎসবে মাতি,
পূর্বসূরীর রক্ত অস্থি
যে মাটিতে একাকার,
সে মাটি হবে না শত্রুর ঘাঁটি,
প্রস্তুত আছে সেনা ষোল কোটি,
বজ্রমুঠিতে শত্রুর টুটি,
ভেঙে দেব এইবার।
হাত বাড়িও না,
কাঁদবে তোমার নিষ্পাপ সন্তান,
দেশের স্বার্থে ন্যায়ের যুদ্ধে করব রক্তস্নান।

২১

হায় আধুনিক সভ্যতা

অন্তরের বন্ধ দ্বার
খুলতে কেন দ্বন্দ্ব আর?
বন্ধু বড়ই দুঃসময়
কাঁদছে মানুষ বিশ্বময়,
স্বার্থ নিয়ে আর কতকাল
করবে নিজের শক্তিক্ষয়?

মতবাদের মরীচীকার
পিছে পিছে ছুটে চলি
অবিচারীর গোলাম হয়েও
মুখে স্বাধীনতার বুলি।
সুখের আশায়
কড়াই থেকে যাই চুলায়,
যাই-যাই-যাই।
ক্লান্ত সবাই পথ খুঁজে
সূর্য গেল অস্ত যে,
হায় আধুনিক সভ্যতা
লাশ মাড়িয়ে যাই কোথা?
রক্তনদীর দুই কিনারে
আয়লানেরা নিদ্রা যায়।

মানুষ হয়ে পশুর মতন
কত জনম রইবে বেঁচে?
আহার বিহার বংশগতির
শেষে যাবে মরে পচে।
ভোগের নেশায়
অর্থবিহীন জীবন যায়
যায়- যায়- যায়।

মানবকুলে জন্ম যার
সে হায় এমন নির্বিকার?
ধর্ষিতার ঐ আর্তনাদ
নিষ্পাপেরই রক্তপাত-
আর কত প্রাণ ঝরার পরে
লড়বে তুমি দুর্নিবার।

বিজয় আসছে

শোনো শোনো শোনো রব উঠেছে, আকাশ পাতাল ছেয়ে,
আসছে বিজয় আসছে সুদিন প্রহরের খেয়া বেয়ে।
জাগো জাগো জাগো আর কতকাল থাকবে ঘুমিয়ে।
অন্ধ কারার বন্দীরা চলো মুক্তির পথে ধেয়ে।

কৃষকের নোনা ঘামের মূল্যে যে ফসল ওঠে ঘরে,
শ্রমিকের হাড় ভাঙা খাটুনিতে শিল্পের চাকা ঘোরে,
বকেয়া মজুরি শোধ হবে সব এই প্রত্যয় নিয়ে,
এলো সোনা ঝরা নতুন প্রভাত অবাক সূর্যোদয়ে।
কেটে যাবে এই কালোরাত্রি জয়ের পরশ পেয়ে।

শিশুটির চোখে কষ্ট ভীষণ ক্ষুধার আগুন পেটে,
ধনীর দুয়ারে অনাহারী মা অসহায় দিন কাটে।
হারিয়ে গিয়েছে শান্তির চাবি বিবর্ণ হতাশায়,
সে চাবির খোঁজ মিলেছে আবার গান গেয়ে বলে যাই।
অনাহারী আর থাকবে না কেউ শহরে কিংবা গাঁয়ে।

জ্ঞানের নেশায় মাতোয়ারা ছিল কই সে ছাত্রদল,
তাদের হাতে রক্তের রং কারা এঁকে দিল বল্?
চোখে মুখে কারা একে দিল এত সহিংসতার ছাপ,
ছাত্রজীবন মৃত্যুর ফাঁদ রাজনীতির অভিশাপ।
কেটে যাবে এই কালোরাত্রি জয়ের পরশ পেয়ে।

২৩

প্রগতির অহঙ্কার

কী পেলে তুমি? বলতো দিব্যি করে।
এই যে ছুটেছ ঊর্ধ্বশ্বাসে
কথিত প্রগতি আর
উন্নত জীবনের আলেয়ার পিছে।
এ ইঁদুর দৌড় কী দিল তোমায়- দিনশেষে?

আমি জানি,
আমি জানি তো - কী বলবে তুমি।
বলবে পেয়েছি আধুনিকতা,
পেয়েছি পারফিউমের মত ফুরফুরে বিলাসিতা,
পেয়েছি ফেসবুক, অবাধ তথ্যগতি,
আঙুলের ছোঁয়ায় হাসি-গানে মুগ্ধ আন্তরিত।

আহা!!! আমি জানি তো সোনা!
কিন্তু শান্তির স্বস্তি পেয়েছ কি এক কণা?
পেয়েছ মাথা বোঝাই ব্যস্ততায়,
নোটিফিকেশনের সাগরে হাবুডুবু জীবন।
সেলফিতে কৃত্রিম হাসি, কৃত্রিম "ভালবাসি।"
হৃদয়ের অনুভূতি আজ ইমোটিকন।
রক্তের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, দূরে থাকে পাশে উপবিষ্টজন
হৃৎপিন্ড পাল্টে পেসমেকার হয়েছে টাচফোন।
পেয়েছ যুগের তালে নাচা, মানিব্যাগের তপস্যায় বাঁচা।

রেনেসাঁর নায়কেরা বলেছিল বাকি নয়, নগদ স্বর্গ দেব,
দিয়েছিল বহু চিত্রকলা, সাহিত্য, মতবাদ।
আরও দিয়েছে বিধ্বংসের উন্নত পদ্ধতি।
নইলে কী করে পেতাম হিরোশিমা নাগাসাকি?
কীভাবে পেতাম এই নারকীয় রক্তাক্ত পৃথিবী।

বলছি শোনো।
কান পেতে নয়- প্রাণ পেতে শোনো।
এ সভ্যতা তোমায় করেছে শিক্ষিত জানোয়ার,
যার হাতে উন্নত যন্ত্রপাতি,
হৃদয়ে অতৃপ্তি আর দেহজুড়ে ভোগের লালসা।
তুমি মাড়িয়ে যাচ্ছ তোমার বিবেকের শব,
তুমি দেখেও দেখছ না বঞ্চিতের হাহাকার।
হেরে গেছ মানুষ--হেরে গেছ তুমি
জঘন্য কুৎসিত হার।
সেইক্ষণেই-- যখন সবলের অন্যায়কে নিয়েছ মেনে।
সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে দেখেছ নির্বিকার,
দেখেছ অন্ধগলির সন্ত্রাসীকেও।
হেডফোন ঠাসা কানে পৌঁছে নি ধর্ষিতার চিৎকার।
সকল অবিচার দেখেছ তোমার মৃত চোখে।
আর স্থবিরতার গর্তে ইঁদুরের মত মুখ গুঁজে
খুঁজে গেছ আরো বেশি দুটো পয়সা
অক্ষত দেহে দুটো দিন বেশি বাঁচার আগ্রহে।
সেদিনই তো মৃত্যু হয়েছে তোমার
প্রগতির বড়াই আজ কেবলই অসার।

২৫

শহিদ

ভেঙে অজস্র শব্দের ভুল,
ফোটাতে নরকে স্বর্গের ফুল,
অপশক্তির সংঘাতে প্রাণ যে দেয়-
সে শহিদ। সে শহিদ।
মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে
স্রষ্টার ডাকে-মানুষের তরে
নিঃসংকোচে হাসিমুখে প্রাণ যে দেয় -
সে শহিদ। সে শহিদ।

কোন ময়দানে তাকে পাওয়া যাবে
তৃষাতুর হয়ে পানির অভাবে
মরুপ্রান্তরে ছুটে মরে যেন মো'মেনের অন্তর।
ডাকে পরিজন পিছুটান হয়ে
সম্মুখপানে তবু চলে ধেয়ে
খোঁজে কোনখানে পরমাত্মার মিলনের বন্দর।

আসবে যখন মাহেন্দ্রক্ষণ
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেকি বন্ধন
আঘাতে আঘাতে প্রতি ফোটা খুন যে দেয়-
সে শহিদ। সে শহিদ।

যেখানে রুদ্ধ ন্যায়ের দুয়ার,
সুশীলের বেশ ধরে জানোয়ার,
যুগ যুগ ধরে জমা করে দুখি মানুষের কঙ্কাল,
স্বার্থ যেখানে ধর্ম সবার-
ধর্ম শোষণের হাতিয়ার,
বাদ-মতবাদে গণমাধ্যমে মগজের জঞ্জাল।

আনতে সেখানে শান্ত সুদিন
যুদ্ধের সাজে সেজেছে নবীন-
তাঁর ইঙ্গিতে অকাতরে প্রাণ যে দেয়,
সে শহিদ। সে শহিদ।

বাঁচতে হলে মরতে শিখো

বাঁচতে যদি চাও দুনিয়ায়, মরণ তোমায় শিখতে হবে,
মরতে যাদের পরাণ কাঁপে, তারা গোলাম হয়েই রবে।
এটাই কানুন এই দুনিয়ার, সর্বযুগে যুগান্তরে,
মৃত্যুসাগর পাড়ি দিয়েই পৌঁছতে হয় জীবনতীরে।
রক্ত ঘামের আল্পনাটাই চিত্রকলা অমর করে।

এই দুনিয়ার বাণিজ্যেতে মন নেই আজ মোজাহেদের,
লাভজনক এক ব্যবসা করার ডাক দিয়েছেন আল্লাহ তাদের।
জীর্ণ দেহ, তুচ্ছ জীবন আর যা কিছু আছে সম্বল,
খরিদ করে নিবেন তিনি দিয়ে চিরস্থায়ী প্রতিফল।
জীবন মরণ ধন্য তাদের, কেনা বেচায় তারা সফল।

আমার শিরায় চলছে বয়ে সত্যদীনের রক্তধারা,
দেহের প্রতি পরমাণু আনন্দে তাই আত্মহারা।
প্রতিক্ষা আর পরীক্ষাতে যায় কেটে যায় আমার বেলা,
আসবে কখন মাহেন্দ্রক্ষণ, জীবন সমর্পণের পালা।
রক্তমাখা রণাঙ্গনে পরব শাহাদাতের মালা।

২৭

ধর্মব্যবসা

ধর্ম কোনো পণ্য নয়
ব্যবসা করার জন্য নয়
ধর্ম হল সত্য এবং মিথ্যার ব্যবধান।
ধর্ম যখন বিক্রি হয়,
সত্য তখন মিথ্যা হয়,
ধর্মের বেশভূষা পরে আসে ইবলিস শয়তান।
সব যুগে সব কালে ইবলিস ধার্মিক বেশ ধরে,
সরল পথের থেকে বিচ্যুত করে গেছে মানুষেরে।
হও হুশিয়ার সাবধান
ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ, শোনো স্রষ্টার ফরমান।

নবী-রসুলের পথে পথে এই পুরোহিত পণ্ডিত,
বিছায়েছে কাঁটা, তুলেছে প্রাচীর গেয়ে ফতোয়ার গীত।
কত রসুলের রক্তে তাদের দু-হাত হয়েছে লাল,
দুনিয়ার লোভে এরাই লক্ষ হাদিস করেছে জাল।
খুঁটিনাটি নিয়ে মতভেদ করে হাজার বছর ধরে,
ধ্বংস করেছে জাতির ঐক্য ফেরকার কারাগারে।
যদি চাও ফিরে সম্মান,
ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ শোনো স্রষ্টার ফরমান।

ধর্ম এসেছে মানবজাতিকে দেখাতে সত্যপথ,
ধর্ম ছিল না কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ।
আকাশের নিচে তারাই সবচেয়ে জঘন্য জানোয়ার,
ধর্মকে যারা বানালো ফেতনা স্বার্থের হাতিয়ার।

আজকে বাতাসে ধর্মের কল
নড়ে না মোটেই, ধর্ম অচল

পয়সা না দিলে পূজা এবাদত বন্ধ আজকে সব,
ত্যাগের বদলে ভোগের শিক্ষা,
মেহনত ছেড়ে চলছে ভিক্ষা,
পরকাল নিয়ে ধর্মজীবিকা বাণিজ্য উৎসব।

যারা ধর্মের বিনিময়ে খোঁজে দুনিয়ার সম্পদ-
খাচ্ছে আগুন, তাদের জন্য নাই ক্ষমা রহমত।
যদি হতে চাও সুমহান,
ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ শোনো স্রষ্টার ফরমান।

বিপ্লবেরই মন্ত্র চাই

ঘুম পাড়ানি গান নয় আজ, বিপ্লবেরই মন্ত্র চাই,
শিশির ভেজা প্রভাত নয় আজ, তপ্ত মরুর বুকে রক্ত চাই।
পাখির গান আর বাঁশির সুর, সুরার গেলাশ, অন্তপুর,
গোলাপ, জবা, কোকিল সুর, তাড়িয়েছি আজ অনেক দুর।

আজকে আমার উতলা প্রাণ, শোন রে শোন ও নওজোয়ান।
লহুর নদীতে ডেকেছে বান, দিল-খঞ্জরে পড়েছে শান।
জেহাদের ডাক আজ এসেছে, সুপ্ত মোজাহেদের ঘুম ভাঙিয়েছে।

যুদ্ধ হবে রুদ্ধশ্বাসে, ফুল্কি উড়িয়ে ঐ আকাশে।
খুরের ঘায়ে বজ্র হাসে, আজাজিলের প্রাণ তরাসে।
প্রাণ নেব আর জান দেব ভাই, শাহাদাতের খোশবু যে পাই।
দেখতে আমার রক্ত লাল, উঠবে দীনের আল-হেলাল।
জ্বলবে পূবে দীনের রবি, জয়ী হবেন বিশ্বনবী।

(কৃতজ্ঞতা: শ্রদ্ধাস্পদ হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম)

২৯

গোস্তাখি মাফ হয়

আল্লাহর হুকুম ছাইড়া যারা
হুকুম মানে মনগড়া
মুসলমান কি থাকে তারা
কেতাবে কী কয়?
তাদের কেতাবে কী কয়?
ফতোয়া বলো ও মওলানা
গোস্তাখি মাফ হয়
আমার গোস্তাখি মাফ হয়।

গান গাইলে হারাম গোনাহ,
মায়ের জাতির মুখ দেখ না।
চলছে সুদের লেনাদেনা,
সকল দুনিয়ায়।
সুদের সবচে ছোট গোনাহ,
মায়ের সাথে নয় কি জেনা?
সুদের টাকায় উপাসনা
কেমনে হালাল হয়?
আমার গোস্তাখি মাফ হয়।

ভক্ত মুরিদ সারি সারি
ঢালছে টাকা কাড়ি কাড়ি
খাচ্ছ দাওয়াত বাড়ি বাড়ি
ওয়াজ ব্যবসায়।
দীনের জ্ঞান বেচাকেনা
ধর্মব্যবসা হালাল কিনা
কেতাবে কী কয়?
আমার গোস্তাখি মাফ হয়।

ধর্মজীবীরা সাবধান

ধর্ম বেইচা খাইও না ভাই
আগুন গিলা খাইও না,
যতই ধরো বেশভূষা ভাই
আল্লাহ তোমায় ছাড়বে না।
হাশরে তো বাঁচবা না।

সারাটা রাত ওয়াজ কর,
কালাম বেইচা বস্তা ভর,
এইটা তোমার হারাম রুজি
সেই কথা তো বললা না।
আগুন তোমায় ছাড়বে না।

ছিলেন যত রসুল নবী
বিলায়ে দিলেন নিজের সবই
সবার শান্তি সুখের তরে,
জীবন দিলেন অকাতরে।

জাতি যখন ডুইবা মরে
মানহারা মা ঘরে ঘরে
তখন তোমরা দেশ বাঁচাতে
এক জাতি তো হইলা না।
নবীর সুরত বেইচা গেলা
নবীর সিরাত ধরলা না।
গজব তোমায় ছাড়বে না।

৩১

মুফতি জঙ্গিবাদীর দাওয়াত

"এই যে তরুণ কেন অকারণ
জীবনের অপচয়,
শ্রেষ্ঠ সে জন যার যৌবন
জেহাদের পথে যায়।
পড়ো নি কোরানে লেখা সবখানে
জেহাদের নির্দেশ?
আমাদের নবী হাজার সাহাবী
এই পথে হন শেষ।
জেহাদ না করে শহিদ কী করে
হয় বলো ভাই শুনি,
শহিদের তরে পথ চেয়ে মরে
হুরপরী আসমানী।
দেখছ না তুমি পৃথিবীর জমি
লাল কার খুন মেখে,
ভাসে কার লাশ, কার বিশ্বাস
লাঞ্ছিত দিকে দিকে?"

এইখানে থেমে ডাইনে ও বামে
দেখেন জঙ্গিবাদী,
বললেন ধীরে ফিসফিস করে
কেউ শুনে ফেলে যদি--
"হে তরুণ! শোন, পথ নেই কোনো
জেহাদের পথ ছাড়া,
এই সরকার হলো কুফফার
তাগুতের ধামাধরা।
তার চারিদিকে দেখ ঝাঁকে ঝাঁকে
ইসলামবিদ্বেষী,

তাদের কাউকে মেরে দুনিয়াকে
সাফ কর পাপরাশি।
অস্ত্র তোমার নাই বেশুমার
শান দাও চাপাতি,
ধরা পড়ে গেলে কোনো কৌশলে
হবেই আত্মঘাতী।”

বলল তরুণ হেসে অকরুণ--
“আমি অত বোকা নই,
জেহাদের নামে সন্ত্রাসে নেমে
কারো হাতিয়ার হই।
রসুল তো হক রাষ্ট্রনায়ক
নন পাতি-মুফতি,
দণ্ড দেয়ার ছিল অধিকার
সামরিক শক্তি।
তেরোটি বছর দিনরাতভর
অপমান নিপীড়ন
সয়েছেন তারা তবু দিশেহারা
হন নি একটু ক্ষণ।
একটাই কথা একটি বারতা
সত্যের সৈনিক,
বিশ্ববিধাতা হুকুমকর্তা
একজনই লা শরীক।
এই কলেমাতে হলো একসাথে
আরবের জনতা
ছিল না ফেরকা, ভিন্ন তরিকা
ছিল শুধু একতা।
এখনও আবার সেই কলেমার
পতাকার ছায়াতলে

৩৩

এক কর শত ভাগে বিভাজিত
মুসলিম দলে দলে।
তাহলে আবার হবে দুর্বার
সত্য মুসলমান,
ফিরে পাবে সেই মান অচিরেই
ঘুচবে অসম্মান।”

দৌড়

[ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের প্রতি]

তোমার দৌড় ঐটুকুনই,
জোশ, ফতোয়া চোখ রাঙানো,
তোমার পুঁজি জোব্বা দাড়ি,
তোমার নেশা মাল কামানো।

তোমার এলেম ঐটুকুনই
দীন বেচা আর রান চিবানো,
তোমার ওয়াজ বোরকা টুপি
তোমার খায়েশ গোল বাঁধানো।

বীর বাঙালির অঙ্গীকার

বাংলাদেশকে দেব না হতে ইরাক বা সিরিয়া,
যুদ্ধবাজেরা যুদ্ধ চাপাতে যত হোক মরিয়া।
ধর্মের নামে অপরাজনীতি চলবে না দেশে আর,
গণতন্ত্রের ভণ্ড নেতারা হয়ে যাক হুশিয়ার।

জাগবে এবার বাঙালি জাতি হিন্দু মুসলমান,
জাগবে নূতন মুক্তিবাহিনী চেতনার সন্তান।
জাগো ধার্মিক ঐক্যমন্ত্রে, বিভেদমন্ত্রে নয়,
দেশ গেলে হায় মিলাবে ধূলায় সবার ভজনালয়।

আদিবাসীজন পাহাড়ী বৌদ্ধ সুশীল মুক্তমন,
বাংলা মায়ের আহ্বানে কর যুদ্ধের আয়োজন।
মানবতাবাদী সত্যনিষ্ঠ মানুষেরা এক হও,
ভেদাভেদ সব ভুলে গিয়ে শুধু ঐক্যের গান গাও।

ন্যায়ের পক্ষে এক হলে হবে মিথ্যার পরাজয়,
আমরা সবাই এক হলে জয় আসবে সুনিশ্চয়।
এ মাটি হবে না আফগান কিবা লিবিয়া ফিলিস্তিন,
বর্গি তাড়াতে জাগে বাঙলাতে ষোল কোটি হো-চি-মিন।

উদ্বাস্তুর দেশ নাই কোনো, নাই কোনো বাড়ি ঘর,
ষড়যন্ত্রের জাল বোনে তবু ঘষেটি মীরজাফর।
রক্তপিয়াসী পরদেশলোভী হায়েনারে দিয়ে বলি,
জঙ্গিমুক্ত পৃথিবী গড়বে এই বীর বাঙালি।

৩৫

মুক্তির আহ্বান

পথে পথে ছুটে চলো,
মুক্তির কথা বলো,
হাতে নিয়ে বিদ্রোহী ঝাণ্ডা।
রুখে দাও আছে যত,
আঁধার আড়ালে শত,
ষড়যন্ত্রীর প্রোপাগান্ডা।

শান্ত ধরণী চাও,
অসত্য রুখে দাও,
ঘরে ঘরে পৌঁছাও বারতা।
পদে পদে অন্যায়,
মানবতা অসহায়,
মহাকালে হারিয়েছে সততা।

চোখ মেলে চেয়ে দেখ,
আর কত ঘুমে থাকো,
পৃথিবীটা পদানত দানবের।
দিকেদিকে হাহাকার,
সম্প্রীতি ছারখার,
প্রতীক্ষা শুধু মহা ধ্বংসের।

বিপ্লবে জ্বলে ওঠো,
লক্ষ্যের পানে ছোটো,
ছুঁড়ে ফেলে যত দুর্ভাবনা,
হায়েনারা এক দলে-
তুমি সেরা জীব হলে
তুমি কেন এক হতে পারো না?

জালেমের প্রতিরোধ,
জুলুমের প্রতিশোধ,
নেয়া আজ দাবি এই সময়ের,
আঁধার করতে আলো,
দীপ হাতে ছুটে চলো,
শোনো ডাক লাখো কোটি হৃদয়ের।

পরাজয় আর নয়
গড়ে তোলো দুর্জয়
বজ্রশক্তি জাতিচেতনা,
তবে থাকবে না আর
অন্যায় অবিচার
কোনো কাঁটাতার, কোনো যাতনা।

অভিযান

আমরা তরুণ সেনা, আমরা নওজোয়ান
মানব না কোনো মানা, হবই আগুয়ান।
ডাকছে নতুন দিন, ডাকছে সুপ্রভাত,
হৃদয় শংকাহীন, সম্মুখে অভিযান,
শুধু সম্মুখে অভিযান।

আমরা তীরন্দাজ আমরা ঘোড়সওয়ার
গায়ে যুদ্ধের সাজ, শত্রুরা সাবধান।
সামনে দীর্ঘ পথ সময় অন্ধকার
সোনালি ভবিষ্যৎ চায় কিছু বলিদান।
সম্মুখে অভিযান, শুধু সম্মুখে অভিযান।

আমাদের বাহুবল ঐক্যের চেতনা
শৃঙ্খলা অবিচল সত্যের সাধনা।
আমাদের অভিলাষা সর্বশক্তিমান,
আমাদের ভালবাসা ধূসরিত ময়দান।
সম্মুখে অভিযান, শুধু সম্মুখে অভিযান।

৩৭

অগ্নিকন্যা

দূর বহুদূর, বহুদূর, বহুদূর
আমাদের যেতে হবে দূর থেকে দূরে
দূর বহুদূর, বহুদূর, বহুদূর
পৃথিবীটা পোড়ে কাঠফাটা রোদ্দুরে।

ফতোয়ার বেড়াজাল ছিন্ন করি
বেরিয়ে এসেছে শত বন্দী নারী
তারা যেন স্বর্গের ঘোড়সওয়ারী
এই মর্ত্যপরে।

তানপুরা নয় শুনি তূর্যধ্বনী
রণভেরী - অস্ত্রের ঝনঝনানি,
সমতল করে দেবে এই ধরনী,
ন্যায়যুদ্ধ করে।

যুগ যুগ ধরে যারা নির্যাতিতা,
খুঁজে পেল জীবনের সার্থকতা,
ছিঁড়ে কালো যবনিকা, মিথ্যে প্রথা
দেহমনের পরে।

ছিল যারা গৃহকোণে হাতে নিয়ে ঝাঁটা
তাদের মগজে খেলে বিজুলি ছটা
উড়ে গেছে চিন্তার ক্ষুদে সীমানাটা
এক নতুন ঝড়ে।

আমরা আনব এক বরষা সজল,
ফলাব শুষ্ক মাঠে সোনার ফসল।

ফসল না তুলে কেউ যাব না ঘরে।
কেউ যাব না ঘরে।

ছোট হয়ে গেছে যেন আজ হিমালয়
কদমে কদমে দিগন্ত মিলায়,
আমাদের উঁচুশির অবনত নয়
অবিচারীর ডরে।

বহুদূর যেতে হবে জানি গন্তব্য
পরোয়া করি না আর কারো মন্তব্য
পৃথিবী জানবে কারা লেখে মহাকাব্য
লাল অক্ষরে।

৩৯

ধাবমান

দানবীয় দাবানল জ্বলছে বিশ্বময়
ঝরছে চোখের জল, বইছে দুঃসময়
পুড়ছে কাছের দেশ, পুড়ছে দূরের গ্রাম
এরই মাঝখানে দানা বাঁধে এক-
দুর্জয় সংগ্রাম। এক দুর্বার সংগ্রাম।

ওই তো ছুটছে তারা, উল্কা পাগলপারা,
কী করে বাঁচবে লোকে, বাঁচবে বসুন্ধরা?
রাজপথে মেঠোপথে, অরণ্যে পর্বতে,
যেখানে মানুষ সেখানেই তারা
সত্য মশাল হাতে।
সবল বাহুতে তারুণ্য আনে মুক্তির জয়গান।
শিরায় শিরায় বান ডেকে যায়
দুর্বার সংগ্রাম। এক মুক্তির সংগ্রাম।

করে না তো বিভাজন, ধনী-দরিদ্রজন
ধর্ম-বর্ণ-জাতি, সকলের সমব্যথী।
নারীরা অবলা নয়, তারাও যুদ্ধে যায়,
দিন বদলের বিপ্লবে তারা
ন্যায়ের ঝাণ্ডা বয়।
স্বার্থের পানে চায় না তো ফিরে ধুমকেতু দুর্দাম,
দুচোখে সবার ঝলমল করে
স্বপ্নের সংগ্রাম। এক মুক্তির সংগ্রাম।

পরিবর্তন আসবে

যতই নিকষ কালো হোক না অন্ধকার
সময় যতই হোক বিরূপ মন্দ তার
বুক চিরে সূর্যটা হাসবে।
দেখো পরিবর্তন আসবে।

থাকবে না আর কূপমণ্ডূকতা
ধর্মের নামে কোনো পঙ্কিলতা
স্বার্থের রাজনীতি লুপ্ত হয়ে
মানবতাবোধে মন ভাসবে।
দেখো পরিবর্তন আসবে।

কিন্তু আসে না আলো কভু বিনামূল্যে,
বহু রক্তের দাম স্বাধীনতা উৎসব,
বহু প্রাণ সম্মান বলিদান করলে
পাখিসব করে রব - বিপ্লব বিপ্লব।

আছে যত পণ্ডিত শাস্ত্রকানা,
সাবধানী বৃদ্ধেরা ভয় দেখিও না,
তোমাদের গড়া এই অচলায়তন
ভেঙে দিতে তরুণেরা আসবে।
পরিবর্তন ভালবাসবে।

৪১

সত্যযুগ

আমরা এসেছি শত দল সেনা
নতুন পৃথিবী গড়তে
আমরা এসেছি দিক দিগন্ত
আনন্দময় করতে।
আছে শিরে সদা সত্যের তাজ
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুরন্ত বাজ
ধরার ধূলিতে নামাব স্বর্গ
সঁপি জান নিঃশর্তে।

সকল ধেয়ান প্রাণ ধন মান
দিয়ে গাই মানুষের জয়গান
বুকে প্রত্যয় বজ্র সমান
নবযুগ রবি আনতে।
রুখে দেব আজ যত অবিচার
অপশক্তিরে করি সংহার
যাব আগামীতে ছুটে দুর্বার
সত্যযুগের প্রান্তে।

(কৃতজ্ঞতা: শাহীন মাহমুদ)

কৃষিবিপ্লব ঘরে ঘরে

শোনো শোনো বাংলার বীর জনতা
শোনো শোনো আমাদের এই বারতা।
আজকে যা মহামারী কাল সে আকাল,
ক্ষুধা আর অভাবের সংকটজাল
ধেয়ে আসে - সাবধান হও জনতা
এখুনি সময় গড়ে তোলো একতা।

কর্মহীনের পাশে থাকবে না কেউ,
তবে কেন বসে বসে গুনে যাও ঢেউ।
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে লাভ নেই,
ভিক্ষাও জুটবে না কাল নিশ্চয়ই।
পুরণ করতে সময়ের চাহিদা,
কাস্তে কোদাল তুলে নাও জনতা।

সোনার চাইতে খাঁটি বাংলার মাটি,
চাষ করলেই সোনা পাবে মুঠি মুঠি।
করোনার ভয়ে ঘরে বসে থেকো না,
দুই দিন পরে শেষে ভাতও জুটবে না।
যথাসম্ভব মেনে সতর্কতা,
উৎপাদনের কাজে নামো জনতা।

কৃষকের সন্তান দিল ঘোষণা,
এক ইঞ্চিও মাটি বাদ থাকবে না।
পড়ে থাকা পুকুর আর জমিন উষর,
আমাদের ঘামে হয়ে যাবে উর্বর।
এরই নাম ধর্ম, এ-ই মানবতা,
কৃষিবিপ্লব দেবে নবসভ্যতা।
শোনো শোনো বাংলার বীর জনতা

৪৩

শোনো শোনো আমাদের এই বারতা।
করোনার পথ ধরে আসবে আকাল,
হাতে তুলে নাও ভাই কাস্তে কোদাল।
তা না হলে বাঁচবে না - শোনো এই কথা,
টিকে থাকে সে-ই যার থাকে যোগ্যতা।

চোখের পলকে

চোখের পলকে পার হয়ে যায় যুগ যুগান্তর,
পার হয়ে গেল কত স্মৃতিময় শৈশব-কৈশোর।
মহামানবের হাত ধরে যার শুরু হয় পথ চলা
সে পথের ধুলো জানে পথিকের হৃদয়ে কিসের জ্বালা।
বন্ধুর পথে বন্ধু থাকে না - থাকে শুধু হারজিত
হারতে শেখেনি সংকট সমরে- সত্যের সৈনিক।

পৃথিবীর ক্ষয় আছে নিশ্চয় ক্ষয় নাই সত্যের,
উড়বে এবার ঊর্ধ্বগগনে নিশান তওহীদের।
আঁচড় কাটবে জমিনের বুকে ইতিহাস নেবে নাম
যে দাঁড়াবে আজ সম্মুখে তার পেয়ে যাবে পরিণাম।
যে খুঁজে বেড়ায় মৃত্যু কোথায় হতে চায় যে শহিদ
তাদের দুয়ারে যায় কড়া নেড়ে যায়- সত্যের সৈনিক।

জীর্ণ হয়েছে বস্তুবাদের জীবনবিধান সব
শুধু শোনা যায় কিছু মৃতপ্রায় ভক্তের কলরব।
যা কিছু দেবার যা কিছু নেবার হয়ে গেছে সংবাদ
এবার বিদায় নেবে চিরতরে পশ্চিমা মতবাদ।
ধর্মের নামে দুঃশাসনের পতন সুনিশ্চিত
নব সভ্যতা গড়বে জগতে- সত্যের সৈনিক।

এক মহা সংকট

এক মহা সংকটে কাঁপছে এ বিশ্ব
কত ধনী মহাজন হয়ে গেছে নিঃস্ব।
যারা গরিব অসহায়, বেঁচে থাকা হল দায়,
আমাদেরই পাপে আঁকা হয়েছে এ দৃশ্য
এক মহা সংকটে কাঁপছে এ বিশ্ব।

আমাদের অর্জিত সম্পদ যেন আর
লুটে নিতে না পরে ডলারের কারবার।
শোনো শোনো হে মানুষ! যদি চাও বাঁচতে,
এক্ষুনি হাতে নাও হাতুড়ি ও কাস্তে।
গোলাভরা ধান চাই, দিঘিভরা মৎস্য।
এক মহা দুর্যোগে কাঁপছে এ বিশ্ব।

নিজেরা ফলাব ধান নিজেদের জমিতে,
যাব না বিদেশে আর ফসল আমদানিতে,
বাইরের থেকে টাকা আনব এ স্বদেশে
অর্থপাচারকারী যাক চলে বিদেশে।
দূরে গিয়ে মর যত স্বার্থের দাসও।
এক মহা সন্ত্রাসে কাঁপছে এ বিশ্ব।

আমাদের হাতে আছে যতটুকু সঞ্চয়
জাতির উন্নয়নে দিয়ে দেব নির্ভয়।
আমাদের নিজেদের পণ্য সে যেমন হোক
ব্যবহার করলেই বাঁচবে জাতির লোক।
আবারও বর্ষাজলে ভেসে যাবে গ্রীষ্ম।
এক মহা দাবানলে পুড়ছে এ বিশ্ব।

৪৫

দেখা হবে কুরুক্ষেত্রে

আমরা পেয়েছি খুঁজে জীবনের লক্ষ্য,
দাঁড়াবে সমুখে এসে যত প্রতিপক্ষ
মুহূর্তে ভেসে যাবে, যাবতীয় অন্যায়,
আঁধার ভাসিয়ে নেবে আলোকের বন্যায়।

আসুক না সীমাহীন বাধা-প্রতিবন্ধ
আমাদের পদাঘাতে ঘুচে যাবে দ্বন্দ্ব
জীর্ণ বস্তুবাদী মতবাদ আর নয়,
গড়ব জীবনধারা শাশ্বত সুষমায়।

অচিরে করব নব সভ্যতা নির্মাণ
বুকে প্রত্যয় আছে দুই বাহু বলীয়ান,
সুস্থ দেহের সাথে আত্মার শক্তি,
জান কোরবান, চাই মানুষের মুক্তি।

ঝর্নার চেয়ে আমাদের গতি উদ্দাম
মৃত্যুও পারবে না থামাতে এ সংগ্রাম।
উজানে ফিরিয়ে দিতে যমুনার প্রবাহ,
প্রস্তুত আছে স্পর্ধিত দু বাহু।

আমাদের আদর্শ প্রোজ্জল সুমহান
সূর্যের প্রখরতা তার কাছে যেন ম্লান।
পৃথিবীকে পাল্টাবে সেই মহামন্ত্র,
অলখে আসছে ধেয়ে এক কুরুক্ষেত্র।

চিতার ক্ষিপ্রতায় আমাদের অধিকার,
সত্যের মত মোরা শানিত ও দুর্বার,
দাবানল ধরে আছি দু চোখে ও বক্ষে
কুরুক্ষেত্রে দেখা হবে দুই পক্ষে।

ডিজিটাল দিনকাল

যুগের হাওয়ার সাথে বদলায় দিন
বদলায় ছেলে মেয়ে নবীন প্রবীণ।
বদলায় জলবায়ু আর পরিবেশ,
বদলায় পৃথিবীর স্বদেশ বিদেশ।
বদলায় বাসট্রাক বদলায় রেল,
বদলায় রোজ রোজ ফোনের মডেল।
বাটনের ফোন হয়ে গেছে ব্যাকডেট,
সকলের হাতে হাতে অ্যানড্রোয়েড।
স্ক্রিনে চেয়ে থেকে ঘাড় হলো ব্যাথা।
তিরিশ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে মাথা।

স্মার্ট ফোন হাতে স্মার্ট বয়,
স্মার্ট কায়দায় প্রোপোজাল দেয়।
বুকে প্রেম নাই আছে ইমোজিতে লাভ,
ডিজিটাল বিচ্ছেদ- বলছে ব্রেক-আপ।
ফেসবুকে ডোবে না রে প্রেমের মড়া,
একটা ব্রেক-আপ হলে দশ প্রেম খাড়া।
হোয়াটস অ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট, ইমো, ভাইবার,
টিকটক লাইকি বিগো লাইভ আর
ফেসবুক মেসেজে সারা দিনরাত
মাস্তি ফুর্তি প্রেমে কর বাজিমাত।
এভাবেই জীবনের সোনালি সময়
এমবি জিবির সাথে হয় অপচয়।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বলে সকলে,
কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন বলে।
খুনোখুনি, দুর্নীতি আর ধর্ষণ,

৪৭

সংসদ মাহফিলে ঘৃণা বর্ষণ।
নিরাপদ নয় শিশু মক্তবে ঘরে,
ধর্মের বেশধারী ধর্ষণ করে।
প্রতিদিন ইস্যু আসে প্রতিদিন যায়
হুজুগ গুজবে ফেসবুক ভেসে যায়।
মানবতা সত্যের নেই পাত্তা,
বেঁচে আছে পশু, মরে গেছে আত্মা।
ভোগবাদি জীবনের শেষটা কোথায়,
অতৃপ্তি বসে বসে জিভ ভ্যাংচায়।

যায় দিন ভাল আর আসে মন্দ
পারফিউমে ঢেকে রাখো গন্ধ।
আশাবাদী হতে তবু কোনো বাধা নেই,
মন্দের পরে ভাল দিন আসবেই।

গুজবের গজব

"ভাই এত ভীড় কেন? কী হইছে ভাই?"
"মরা মাছ ভেসে আছে, দেখছে সবাই।"
"মরা লাশ ভেসে আছে? হ্যালো বন্ধু,
লাশ, খালি লাশ ভাসে, পচা গন্ধ।
হাজার হাজার লোক ভিড় করে আছে,
চোর খুনী সন্ত্রাসে দেশ ভরে গেছে।"
এভাবেই ছড়িয়ে যাচ্ছে গুজব,
দায়িত্বহীন জাতি করে কলরব।
করোনা এসেছে দেশে তা নিয়ে কত,
গুজবের ছড়াছড়ি হয় অবিরত।
বিদেশ ফেরত পেলে দাও পিটুনি,
রাত্রে আযান দাও, খাও থানকুনি।
সত্য কথার দেশে কোনো ভাত নেই,
হুজুগে মাতাল হতে চাইছে সবাই।
ঘটনাবিহীন দিন বড্ড বোরিং,
খুনোখুনি দাঙ্গায় করব রঙিন।
নেগেটিভ সংবাদ আছে নাকি ভাই?
ধর্ষণ নয়, গণধর্ষণ চাই।

এই ভাবী! শুনেছেন ভয়ের কথা,
পদ্মা সেতুতে নাকি লাগছে মাথা?
সাবধান! সাবধান!! কে জানি কখন
কেটে নেয় মাথা, ঘরে থাকবেন এখন।
ঐ দেখ অচেনা চারটে লোকে,
সন্ধ্যে বেলার যেন গন্ধ শোঁকে,
মনে হয় ছেলেধরা, কে আছে কোথায়?
পিটিয়ে মারতে হবে, বাঁশ নিয়ে আয়।

৪৯

মার শুধু মার হবে জানি না কিছু,
পুলিশের হাতে দিলে খাবে কিছুমিছু।
তারপর ছেড়ে দেবে বিনা বিচারেই,
জনতার আদলত মারবে তোকেই।
ক্ষতবিক্ষত লাশে বীভৎসতা,
লজ্জায় মুখ ঢাকে, হায় মানবতা।
সংবাদ নিতে মা যান স্কুলে,
পিটিয়ে মারলো তাকে ছেলেধরা বলে।
ওস্তাদ ছাত্রকে ধর্ষণ করে,
গলাকাটা লাশ ফেলে রাখে বাঁশঝাড়ে।

নারায়ে তাকবির চিৎকার করে
তওহীদী জনতা বাঁশ হাতে করে--
ছুটে যায় হুজুরের পিছন পিছন
ঈমান বাঁচাতে হবে, সময় এখন।
ইসলাম ধর্মের করে অপমান!
নব্বই পার্সেন্ট ও মুসলমান!
হিন্দুর বাড়িঘর দাও গুড়িয়ে,
ভিন্নমতের বাড়ি দাও জ্বালিয়ে।
বাতিল ফেরকা যত আছে মুরতাদ
জবাই করলে হবে সত্য জেহাদ।
মরলে শহিদ তুমি বাঁচলে গাজী,
কাফের মারলে হবেন আল্লাহ রাজি।
দু একটা মুরতাদ না মারলে ভাই,
এ জীবনে মুসলিম নামটা বৃথাই।
এইসব ফতোয়ার বাণ মেরে হায়,
ফতোয়াবাজেরা দেশে আগুন জ্বালায়।
জনতার ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে,
লাশ ফেলে হুজুরেরা যায় পালিয়ে।

একুশ শতক জাগে সারা দুনিয়ায়
অদ্ভুত আঁধার এক নামে বাংলায়।
যুক্তিবুদ্ধি সব কবর দিয়ে,
প্রগতির থেকে দুই চোখ ফিরিয়ে,
ভূতের মতন পিছে যাচ্ছি আবার,
হুজুগ গুজবই হলো সঙ্গী সবার।
ধর্মের নামে এই মূর্খতা দেখে
লোকেরা ফিরায় মুখ ধর্ম থেকে।
যদিও বা আল্লাহর পাক কেতাবে,
বলা আছে, "মো'মেনরা শোনো হে সবে।
সংবাদ পেয়ে আগে করবে যাচাই,
সত্য-মিথ্যা আগে জেনে নেওয়া চাই।
নতুবা তোমার দ্বারা নির্দোষ লোকে,
ক্ষতির শিকার হবে, বাঁচাও তাকে।"
ধর্মের নামে তবু গুজব রটে,
ধর্মজীবীরা এর ফায়দা লোটে।
রাজনীতি নিয়ে যারা করে কারবার,
উন্মাদনাকে তারা করে হাতিয়ার।

গুজবের গজবে দেশ হলো ছাই,
গুজবকে না বলি আমরা সবাই।
যে দেশের মানুষেরা হুজুগে নাচেন,
তাদের পিছনে বাঁশ হাতে হারিকেন।

৫১

বিজয় পতাকা

মুসলিম সেরা জাতি শুনি চিরকাল,
সারা দুনিয়ায় কেন তাদের এই হাল?
হাল ভাঙা নৌকার মাঝি নাই কেউ,
মুসলিম দুনিয়ায় রক্তের ঢেউ।
বসে বসে কতকাল ঢেউ গনি ভাই,
মওলানা বলে সব চেষ্টা বৃথাই।
ঈসা নবী মাহদীর আগমন হলে,
কাফেরের দল মার খাবে দলে দলে ।
যতদিন তারা নাই আঙ্গুল চুষে,
দোয়া কর মাহফিলে মসজিদে বসে।

মার খেয়ে ভূত হয়ে যায় মুসলিম,
ক্ষোভের মাদল বুকে বাজে দ্রিম র্দিরম।
এবার দাঁড়াব ঘুরে পাল্টাব দিন,
রক্তে নাচন লাগে তা-ধিন তা-ধিন।

ফিলিস্তিনের পর ইরাক আফগান
বসনিয়া চেচনিয়া আর লেবানন।
লিবিয়া সিরিয়া প্রতিবেশী বার্মায়,
কাশ্মিরে কান্নার রোল শোনা যায়।
সাত কোটি মুসলিম রিফিউজি হয়ে,
ত্রাণের আশায় বসে থাকে পথ চেয়ে।
এর পরও যারা বলে শ্রেষ্ঠ জাতি
মৃত আইলান তার মুখে মারে লাথি।
দিন যায় মাস যায় শত শত কাল,
অন্ধ রাতের পরে আসে না সকাল।

মার খেয়ে ভূত হয়ে যায় মুসলিম,
ক্ষোভের মাদল বুকে বাজে দ্রিম র্দিরম।

এবার দাঁড়াব ঘুরে পাল্টাব দিন,
রক্তে নাচন লাগে তা-ধিন তা-ধিন।

সত্য এসেছে নাও সত্য সবাই,
আল্লাহর রশি ধরে এক হয়ে যাই।
লা-ইলাহার ধ্বনি অন্তরে বাজে,
মানুষের মুক্তির সৈন্যেরা সাজে।
যামানার এমামের শুনেছি সে ডাক,
আলস্য জড়তারা যাক কেটে যাক।
ধর্মের নামে যত ফেরকাবাজি,
ছুঁড়ে ফেলে দাও সব, এক হও আজি।
ধর্মের ব্যবসা ও উন্মাদনা,
কক্ষনো এক জাতি হতে দেবে না।
ধর্মের নামে যত চোরাকারবার,
রুখে দাও এক্ষুণি হও হুঁশিয়ার।

মার খেয়ে ভূত হয়ে যায় মুসলিম,
ক্ষোভের মাদল বুকে বাজে দ্রিম র্দ্রিম।
এবার দাঁড়াব ঘুরে পাল্টাব দিন,
রক্তে নাচন লাগে তা-ধিন তা-ধিন।

কলেমায়ে তওহীদ মূলমন্ত্র,
এক জাতি গড়বার এই সূত্র।
শান্তির বলাকারা উড়বে আবার
হুকুম বিধান হবে এক আল্লাহ্র।
আদম সন্তানেরা এক জাতি হবে,
সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে যাবে।
এতো নয় কল্পনা এতো নয় গান,
যখন গোলাম জাতি সয়ে অপমান,
মাইনের মত বুকে বিপ্লব বাঁধে-
বিজয় পতাকা ধরা দেয় তার হাতে।

৫৩

জীবনের বন্ধুর পথে

জীবনের বন্ধুর পথে
তোমাদের পেয়েছি সাথে-
এর চেয়ে বড় কোনো পাওয়া নেই।
তোমাদের ভালবাসা পেলে
যাই সব দুঃখ ভুলে,
ভালবাসা ছাড়া কোনো চাওয়া নেই।

তোমাদের সাথে নিয়ে বাঁচতে চাই
তোমাদের নিয়ে পথ চলতে চাই।

সকল মানুষ হবে এক পরিবার
এক পিতা-মাতা এক স্রষ্টা সবার,
শত বিভাজন ভুলে ঐক্যের ডাকে
এক জাতি একদেশ গড়ব সবাই।
ঐক্যের চেয়ে বড় শক্তি যে নাই।
তোমাদের ভাই হয়ে বাঁচতে চাই
হাতে হাত ধরে পথ চলতে চাই।

দিকে দিকে কাঁদে অসহায় মানবতা,
আমি গাই তার মুক্তির বারতা।
সকল সত্য মেলে এক মোহনায়,
সবার আত্মা এক স্রষ্টাকে চায়।
মানুষের চেয়ে বড় সত্য যে নাই।
মানুষকে সাথে নিয়ে বাঁচতে চাই,
মানুষের সাথে পথ চলতে চাই।

আঁচলে গ্রেনেড

আঁধারে ঢাকা এই রজনী
শেষ হবে প্রিয় আসবে নতুন ভোর।
অপলক চোখে সজনী
দেখবে মায়াবী পৃথিবীটা কত সুন্দর।

আমাদের এই অবিরাম পথ চলা
মানুষের কানে মুক্তির কথা বলা,
বিফল হবে না সজনী
শুষ্ক ধরণী হবে জানি উর্বর।

চোখ রাঙাবে না সীমান্ত কাঁটাতার,
সুদূরে মিলাবে অন্যায় অবিচার।

রক্তের দাগ ধুয়ে যাবে জানি বরষায়,
প্রভাতে পাখি গানে গানে বলে যায়।
আমাদের ভাঙা তরণী-
অকূল সাগরে খুঁজে পাবে বন্দর।

৫৫

বোধহীন

হায়রে অভাগা জাতি,
নিজেদের ভাবে মুসলিম,
খায়রে সবার লাথি,
তবুও এতই বোধহীন।
ভাবে তকদিরে আছে,
খাই কিছুদিন।

দুনিয়ার বুকে যার নাই ঠিকানা
পরকালে জান্নাত করে কামনা।
ভুলে গেছে তারা সেরা ছিল একদিন,
ভাবে না তো কোন ভুলে হলো পরাধীন।
এত বোধহীন তারা এত বোধহীন!

তাদের ধর্মনেতা প্রতি ঘরে ঘরে
আরবি লেবাস নিয়ে ভিক্ষা করে।
ধর্মের বিনিময়ে স্বার্থ নিয়ে
জাতিটিকে বানিয়েছে মরা গতিহীন।
এত বোধহীন তারা এত বোধহীন!

কেতাবের ভারে জাতি হয় অবনত,
ফেকাহ তাফসির নিয়ে পথ শত শত।
লাখে লাখে মরে আর সাগরে ভাসে,
আশা নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে চায় আকাশে,
ঈসা-মাহদিরা এনে দিবেন সুদিন।

অভিশপ্ত

জাগাও জাতিকে
যে শুধু ঘুমিয়ে আছে
অচেতন কালঘুমে।
পারে না জাগাতে তাকে বজ্রনিনাদ,
কোনো আঘাতেই,
মহা সংকট, মহাবিপদে।

তার পিছে পিছে যায় আল্লাহর ক্রোধ,
তার প্রতি নেই কারো মানবতাবোধ,
তার বোন ধর্ষিতা, শিশু ভেসে যায়-
সে এমন ঘৃণিত কার লা'নতে,
এই ধরাতে?

একটাই আছে তার মুক্তির পথ,
ন্যায়ের পক্ষে যদি হয় একমত,
এক জাতি হয় যদি সত্য ছায়ায়-
সে আবার শ্রেষ্ঠ হবে জগতে,
নয় মিথ্যে।

৫৭

আমাদের কর্মফল

আমাদের এটাই হবে
এমনই নিয়তি চিরকাল
হারালে আলোর ঠিকানা
জীবনে আসে না সকাল।
আমাদের এমনই হবে
জাতিকে ভাঙার পরিণাম,
হারিয়ে স্বাধীন চেতনা,
হয়েছি সবারই গোলাম।

পৃথিবীর সকল জাতির
ঘৃণাকে করেছি ধারণ,
যেখানে যে পায় মেরে যায়
বুঝি না কেন, কী কারণ?
অতীতের সোনালি সুদিন
স্মরণে আসে না সেকাল।

গলিত শিশুর দেহ জানালো
এ জাতি গজব থেকে বাঁচবে না,
পাপ তাদের কভু ছাড়বে না।
মায়ের চোখের পানি জানালো
এ জাতি কোথাও গিয়ে বাঁচবে না
ফল কাজের পিছু ছাড়বে না।

তবে কি এবার ধ্বংস?
তবে কি বাঁচার পথ নেই?
হব কি সবাই ধ্বংস?
আমাদের সাথে কেউ নেই?
আকাশের পানে তাকিয়ে
কাটে না অমানিশা কাল।

শ্রেষ্ঠ জাতি

তোরাই নাকি শ্রেষ্ঠ জাতি
তোরাই নাকি জান্নাতি!
বল দেখি ভাই কারা এ ধরায়
সকল জাতির খায় লাথি?

কাদের মা বোন ধর্ষিতা হয়
লাখে লাখে মরে কার শিশু?
কারা দেশ ছেড়ে সমুদ্রে যায়
কার লাশ ছিঁড়ে খায় পশু?
আর কত এ ভীমরতি?
ভাবিস নিজেরে জান্নাতি?

সব দেশে কারা দাস হয়ে আছে
হুকুম মানছে পশ্চিমের,
তবু মনে ভাবে আছে মুসলিম,
নাই লাজবোধ মূর্খদের।
তোরাই নাকি শ্রেষ্ঠ জাতি
তোরাই খাইরা উম্মাতি?

৫৯

দাসত্বকাল

এখনও আমার পিঠে চাবুকের আঘাত
বুটের লাথিটা বুকে বাজে দিনরাত।
এখনও আমার মনে প্রতিনিয়ত,
দুশো বছরের ব্যথা সদা জাগ্রত।
আজও কেন কাটলো না দাসত্বকাল,
এ কেমন শৃঙ্খল? এ কেমন জাল?

প্রভু যায় প্রভু আসে, বুঝি না হিসেব,
এখন ঘোরায় ছড়ি স্বদেশী সাহেব।
এখনও দেশের টাকা যায় বিদেশে,
লাশের গন্ধ আজও বাতাসে ভাসে,
এ কেমন স্বাধীনতা, এ কী পরিণাম?
বড়লাট ঠিকই আছে, নাই ক্ষুদিরাম।

দিঘিভরা মাছ ছিল গোলাভরা ধান,
সৎগুণে ভরা ছিল আমাদের প্রাণ।
হিন্দু মুসলমানে ছিল সম্প্রীতি,
কে শেখালো বিদ্বেষ ধর্মের প্রতি?
নিল সভ্যতা দিল দরিদ্রতা?
আজও কেন তার পায়ে নোয়াই মাথা?

আগামীর বিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষে

বিশ্বের সেরা জাতি বীর বাঙালি
এ কথা বলবে লোকে বিশ্বজুড়ে
দাঁড়িয়ে সকল জাতি জানাবে সেলাম
সেদিন তো নয় আর অনেক দূরে।

বহুকাল থেকে যারা ছিল বঞ্চিত,
পেটে ক্ষুধা, পিঠে অনুদানের বোঝা,
পরজীবিকার গ্লানি যুগসঞ্চিত
ছুঁড়ে ফেলে এইবার দাঁড়াবে সোজা।

আমাদের আছে যত সুপ্ত মেধা
সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে তাতে,
বিকশিত হবে শত শত যোগ্যতা
জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর প্রযুক্তিতে।

আলসে নই মোরা বাংলার ছেলে
দিয়েছি একাত্তরে কত বলিদান।
কারিগরি দক্ষতা যোগ্যতাবলে
একুশ শতকে হবো মর্যাদাবান।

কোটি কোটি তরুণের এই প্রগতি
শিল্পক্ষেত্রে এনে দেবে বিপ্লব
জনগণ নই মোরা - জনশক্তি,
ফিরিয়ে আনব অতীতের গৌরব।

৬১

বাঙালির কালনিদ্রা

আর কতকাল মরণ ঘুমেতে
থাকবি ঘুমিয়ে 'বীর' বাঙালি?
ঘাড়ে শ্বাস ফেলে দৈত্যদানব,
বিভীষণ-রাজাকার মিতালি।

পুঁজিবাদ খেয়ে পুঁজিপতি হয়ে,
পাজেরো হাঁকায় কত মহাজন
তবু ফুটপাতে কাঁদে রোজরাতে,
তোরই সন্তান কান পেতে শোন।

শোনো মহাজন রক্তশোষক বাজে নিয়তির বীন-
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।

গণতন্ত্রের পুরোহিত সেজে,
যারা তোকে দেয় ব্যালট পেপার
তারাই তো সেই ব্রিটিশের ভুত
সরকারি করে সেই জমিদার।

যারা ছিলি কাল 'কালা আদমি'
তারাই ধরিস ভোটের লাইন
উন্নয়নের মুলো বাঁধা নাকে,
চোখে বাঁধা সেই বিলেতি আইন।

চুরি করে চোর দশদিন পর- গেরস্তের একদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।

এতদিন যত স্বার্থবাদীরা
জাগালো তোদের ঘুমঘোর থেকে
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হলো
ভাঙলো কাঁঠাল তোরই মস্তকে।

তাই তো এখন জেগে জেগে বেশ
ঘুমোস আরামে তেল দিয়ে নাকে,
দোহাই তোদের চোখ মেলে দ্যাখ-
কী ঘুম নেমেছে সিরিয়া ইরাকে।

পশ্চিম কোণে বাজে ট্রাম্পেট - তোর হাতে ভায়োলিন?
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।

অন্ধত্ব

নিদ্রাদেবীর আরাধনায় বিভোর উপাসক,
ধমক দিয়ে বলে - 'আলোক বন্ধ করা হোক।'
রুদ্ধ করে গৃহের সকল দুয়ার বাতায়ন
ভরদুপুরে করে মধ্যরাতের আয়োজন।
আলোর করাঘাতে যখন ভূবন ওঠে জেগে
'হয় নি সকাল- ঘুমোও' - সত্যভীত বলেন রেগে।
ঘুমিয়ে থাকো শাস্ত্রকানা - ঘুমোও মুক্তমনা,
অন্ধ চোখে হয় না কভু আলোর চেতনা।

৬৩

নাগরিক অগ্নিকাণ্ড

[বনানীর বহুতল বাণিজ্যিক ভবন এফআর টাওয়ারে ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭০ জন আহত হন। আটতলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে তা দ্রুত অন্যান্য তলায় ছড়িয়ে পরে। ভবনের ভেতর আটকা পরা অনেকে ভবনের কাঁচ ভেঙ্গে ও রশি দিয়ে নামার চেষ্টা করেন। এ সময় কয়েকজন নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হন। উদ্ধারকার্যে চরম অব্যবস্থা দেখা দেয় কেবল অগণিত কৌতূহলী জনতার জন্য। তারা ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করছিলেন এবং সেলফি তুলছিলেন।]

নামছিল দড়ি বেয়ে প্রাণ রক্ষার তরে,
ছুটে গেল হাত থেকে দড়িটা হঠাৎ করে।
নিচেই শহুরে পথ - সারি সারি কত মুখ
ছবিখানা তুলে নিতে ক্যামেরাটা উন্মুখ।

ব্যস্ত ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত সাংবাদিক
দমকল বাহিনী ছুটছে দিকবিদিক,
দালান আকাশ ছোঁয়া - কত না কর্পোরেশন
পুড়ে গেল দিনভর, আগুন শোনে না ভাষণ।

দুদিন না যেতে ফের খালি হল
আমার মায়ের বুক,
কাঁদছে স্বজন ছবিটা তুলতে
ক্যামেরাটা উন্মুখ।

নিমতলী পুড়ে গেছে পুড়েছে চকবাজার
বনানী পুড়েছে টিভিতে হয়েছে লাইভ সম্প্রচার,
মন্ত্রীরা বিব্রত- আর কত আর কত!!
টকশো টেবিলে নীতি প্রণেতারা প্রশ্নে জর্জরিত।

একটি শোকের দিন বেঁধে দিন-
বলে এই দুর্মুখ,
কালো ব্যাজ পরা স্মরণসভায়
স্মৃতি থাক জাগরুক।

চেতনার ঘুর্ণিপাকে - জনতা দুর্বিপাকে

হরেক জাতের চেতনার চাষ হচ্ছে
রঙ বেরঙের বিপরীতমুখী ইচ্ছে।
মনবাগানে সঙ্গোপনে রাতদিন
মতবাদের বৃক্ষরা শাখা মেলছে।
ডাইনে আছে গণতান্ত্রিক ডাইনী
উপনিবেশ-বাদের গন্ধ যায় নি,
বামে আছে লাল হাতুড়ি কাস্তে
গালভরা বুলি বাস্তবে কাজ দেয় নি।

একদল বলে আমরা মুক্তমনা
ধর্ম সকল মূর্খতার আস্তানা
আল্লাহ-নবী শুনলে হাসি পাচ্ছে,
বিজ্ঞান ছাড়া সকলই প্রবঞ্চনা।

জঙ্গিবাদীরা চাপাতি দিচ্ছে শান-
কতল করবে মুর্তাদ বেঈমান,
বাঁচবে না কেউ আল্লাহর ধরাতলে।
বাংলা হবে তালেবানী আফগান।

একাত্তরের চেতনাকে পুঁজি করে
ক্ষমতা শক্তি অর্থের চাকা ঘোরে
সর্বজনীন সংস্কৃতির নামে
ফুর্তি ব্যবসা চলে বৈশাখী ঝড়ে।
এমনি হাজার চেতনার জঙ্গলে
কোরাস জুড়েছে শেয়ালের দঙ্গলে
কানে তালা দিয়ে জনতা নির্বিকার
বন্দী রয়েছে রোজগারে চাল-ডালে।

৬৫

সময়ের এক্স-রে

মানুষের মুখগুলো যেন সব জ্বালামুখ,
হৃদয় ভর্তি ক্ষোভ, কাম ক্রোধ মোহ লোভ
শিক্ষিত হায়েনার লালাময় রসনা-
নাই নাই খাই খাই দিবানিশি উন্মুখ।

অষ্টপ্রহর শুনি গালাগালি চিৎকার,
শত্রু সবাই যেন, মানবতা নেই কোনো,
করে কুকুরের দল রাজনীতি কোলাহল
প্রভাতে কাকের ডাক আহা! কী চমৎকার।

দিন দিন বেড়ে চলে হাওয়ায় সীসার বিষ,
বাড়ে সূর্যের তাপ প্রকৃতির অভিশাপ
বিষময় খাদ্য বরাতে বরাদ্দ
ফাঁদ পেতে বসে আছে পুলিশ অহর্নিষ।

দাড়ি টুপি যপতপে ধর্ম অন্তরীণ,
লেনদেন বেসুমার ধর্মের কারবার
অ্যাকোর্ডিং টু ঝোপ মারে ফতোয়ার কোপ
তওহীদী জনতাকে নাচায় সাপের বীণ।

তবু ঘুরে চলবেই গণতন্ত্রের কল
পথ কই পালাবার, পুড়ে হও অঙ্গার
নেতারা গডজিলা নেত্রীরা ড্রাকুলা
হাবিয়া নরক এই নাগরিক রসাতল।

সুখে আছ যারা

আমরা এসেছি আঁধারের পথ বেয়ে
ক্ষতবিক্ষত রক্তসিক্ত হলো আমাদের পা,
তোমরা রয়েছ ফুলশয্যায় শুয়ে,
উদাস নেত্র মদিরাপাত্র সুবাসিত চম্পা।

আমরা চলেছি আলোর মশাল হাতে
শপথদৃপ্ত অটলচিত্ত বিজয় সুনিশ্চিত,
তোমরা ভেসেছ গতানুগতিক স্রোতে,
বিলাস, বিত্ত, বিহার, নৃত্য এ-ই চিরবাঞ্ছিত।

তোমাদের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
ধ্বংসযজ্ঞ অপ্রতিরোধ্য করেছে এ ধরণীতে,
সভ্যসমাজ শুনে নাও বারতা
হবে অঙ্গার পুত্র তোমার যজ্ঞের অগ্নিতে।

তারপর এই পৃথিবীটা পাল্টাবে,
স্বার্থপরতা পথভ্রষ্টতা থাকবে না কিছু আর,
শান্তি সুখের পরশ সকলে পাবে
শতধাছিন্ন মানুষ অগণ্য হবে এক পরিবার।

৬৭

বিপ্লব

তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি?
তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি?
দিকে দিকে বাজে শুধু বিজয়ের গান
অনাদিকালের সেই এক আহ্বান
আমাদের প্রভু এক আল্লাহ মহান।
মানব না আর তাই কারো ফরমান।

কালকে যে ছিল এক নবজাতক,
আজকে সে যেন এক নবীন যুবক।
সত্যের সৈনিক সাজে রণসাজে,
মহা-সমরের শোনো ডঙ্কা বাজে।
চলে যাবে ভণ্ডরা পাতালপুরে,
ধর্মজীবিরা ঠাঁই নেবে জাদুঘরে।
নবীনের উত্থান দিচ্ছে জানান,
মো'মেনরা সত্যের বলে বলীয়ান।
আমাদের প্রভু এক আল্লাহ মহান।
মানব না আর তাই কারো ফরমান।

বিকৃত ফতোয়ার ধারক বাহক
রণাঙ্গনে এসো থাকে যদি শখ।
ফতোয়ার বেশি ধার নাকি সত্যের,
যুক্তির জয় নাকি অন্ধত্বের।
পৃথিবীটা আমাদের - নেব অধিকার,
বিজয় পতাকা ছিনে আনব এবার।
যুগসন্ধিক্ষণ করে উৎসব,
বেঁচে থাক বিপ্লব - শুধু বিপ্লব।
আমাদের প্রভু এক আল্লাহ মহান,
মানব না আর তাই কারো ফরমান।

বন্ধু এখনও তুমি দ্বিধান্বিত?
ঐ দেখ শহিদেরা ক্ষতবিক্ষত।
আবার এসেছে তাঁরা রণাঙ্গনে,
রক্তমাখানো দেহ - পোড়া আগুনে।
বিপ্লবী বুকে ঢাক বাজে দ্রিম দ্রিম
রক্তে বহ্নিজ্বালা শত্রু আদিম।
পৃথিবীর জমি লাল করে দাজ্জাল,
ক্ষুধার্ত শিশুদের তাজা কঙ্কাল।
তাদের জন্য দিতে মহাবলিদান,
আহ্বানকারী এক গাইছে আযান।
বজ্রশক্তি নিয়ে প্রতি অন্তরে,
প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে।

জীবনের দাম

সময়ের স্রোতে এই পৃথিবীতে
এসেছি কিন্তু জানি-
আমরা আসিনি ভেসে যেতে।
মশাল জ্বালাতে এসেছি ধরার
যত আঁধিয়ার পথে।
আমরা আসি নি ভেসে যেতে।

চিরজীবী নই আমরা তাইতো
জীবনের দাম জানি,
স্বার্থের টানে ছুটে চলা তাই
জানি বৃথা হয়রানি।
বিশ্ব যখন অগ্নিকুণ্ড
শাসনে আসীন সেই সে ভণ্ড-
তখন প্রভুর প্রতিনিধি হয়ে
উঠি যুদ্ধের রথে।
আমরা আসিনি হেরে যেতে।

এই পৃথিবীর যত ধূলিকণা
নেবে আমাদের নাম,
মহাপ্রলয়েও ধ্বংস হবে না,
যোদ্ধার সম্মান।
শান্তি ন্যায়ের জন্য জীবন
বিলিয়ে চলেছি হয়ে অকৃপণ,
ঘুরতে আসিনি বস্তুপ্রেমের
জটিল আবর্তে।
আমরা আসিনি চলে যেতে।

৬৯

কেন এত হানাহানি

কেন এত হানাহানি, অবিচার, অন্যায়?
কেন এত হলি খেলা রক্তের বন্যায়?
ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি কতকাল চলবে?
কেন কার খুন ঝরে কে আমায় বলবে?
হায় রে হায় বাংলাদেশ, হায় রে হায় বাঙালি।

কার গায়ে ছুঁড়ে দিলে পেট্রোল, অগ্নি?
তোমারই তো ভাই মরে, মাতা-পিতা ভগ্নি।
ধর্ম না দল বড়, তন্ত্র না মানবতা?
রাজনীতি কার তরে, মানুষ না ক্ষমতা?
হায় রে হায় বাংলাদেশ, হায় রে হায় বাঙালি।

আমি বলি শোন ভাই, মিথ্যা ও সকলি
আজ নয় কাল দেখ তুমিও যাবে বলি।
ধর্মের ব্যবসা, ধর্মের রাজনীতি,
ধর্মের নামে চলে স্বার্থের জয়গীতি।
হায় রে হায় বাংলাদেশ, হায় রে হায় বাঙালি।

আছে যত মিথ্যা, এসো ছুঁড়ে ফেলি সব,
হাতে হাত রাখলেই মিলনের উৎসব,
এক জাতি, এক মত, এক দেশ সবাকার,
ষোল কোটি মানুষের গড়ি এক পরিবার।
আয় রে আয় বাংলাদেশ, আয় রে আয় বাঙালি।

(কৃতজ্ঞতা: রাকিব আল হাসান)

আগমনী

(বড়দিন উপলক্ষে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের প্রতি)

চুপচাপ রাতে চুপিচুপি এলে তুমি
হিম হিম শীতে কেঁপেছিল চরাচর
বেথেলহেমের আকাশে উজল তারায়
তোমার বারতা জানালেন ঈশ্বর।
আমরাও সেই তারার সঙ্গী হয়ে
আগমনী গাই শান্তির যুবরাজ,
এসো ফিরে এই ভীষণ দুঃসময়ে
পবিত্র কর কলুষিত এ সমাজ।
আনন্দে ভরা ম্যারি ক্রিসমাস,
তোমাকে জানাই ম্যারি ক্রিসমাস।

আজও দিকে দিকে কেঁদে যায় মানবতা
থর থর কাঁপে অসহায় শিশু মেষ,
রাখালের বেশে এসেছিলে তুমি যেথা
রক্তের স্রোতে ভেসে যায় সেই দেশ।
ধর্মের ঘর ভেঙে গেছে মহাঝড়ে
কুমারি মাতারা তোমায় খুঁজছে আজ
তাই স্বর্গের তারার আসন ছেড়ে,
ফিরে এসো তুমি নিয়ে যুদ্ধের সাজ।
শুভ হোক ম্যারি ক্রিসমাস,
তোমাকে জানাই ম্যারি ক্রিসমাস।

৭১

সন্তানহারা মায়েদের হাহাকারে
মিশে আছে কত হৃদয়ের অভিশাপ
মানহারা বোন কাঁদছে অন্ধকারে
ধরণীকে খায় সেই পুরাতন সাপ।
চুপচাপ এই রাতে ফিরে এসো তুমি
অন্ধচোখে দ্বীপ জ্বালো মহারাজ,
তোমার পরশে আরোগ্য পাক ভূমি,
প্রাণ ফিরে পাক শত কোটি ল্যাজেরাস।
শুভ হোক ম্যারি ক্রিসমাস,
তোমাকে জানাই ম্যারি ক্রিসমাস।

চির আপন

যখন অন্ধকারে পথ ঢেকে যায়
আমি পাই না তো ভয়,
জানি আছ নিশ্চয়,
তোমাদের চোখের আলোয়
ঠিক খুঁজে পাব পথ,
আসে আসুক বিপদ ,
যত থাকুক শ্বাপদ,
আমি পাই না তো ভয়
পাশে আছ নিশ্চয়।
রক্তের বন্ধনে আত্মার টান-
বাবা মা, আমি তোমাদের সন্তান।

জীবনের বাঁকে বাঁকে আসে পরাজয়
হেরে যাই, তবু মনে নাই সংশয়।
জানি আছ নিশ্চয়।
তোমরাই মুছে দাও যত সন্তাপ
যত পরাজয় গ্লানি শোক পরিতাপ।
তোমাদের হাত ধরে লড়াইয়ের মাঠে
ফিরে যাই, ছুটে যাই প্রান্তসীমায়।
হৃদয়ের বন্ধনে রক্তের টান-
বাবা মা আমাদের প্রাণের সমান।

জীবনের অর্জন বিলায়ে দিয়ে
ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছ ঝঞ্ঝাবায়ে,
বুক ভরা প্রত্যয়ে।
তোমাদের জন্যই পৃথিবীর আলো
দেখেছি, শিখেছি কারে বলে সাদা-কালো।

৭৩

স্বার্থের ধরা হোক যত মরুময়
তোমাদের বুকে জানি পাব আশ্রয়।
স্রষ্টার দরবারে এই মোনাজাত,
শুভ হোক তোমাদের প্রতিটা প্রভাত।

ঢেউ

হৃদয়ে আজ দ্রোহের জ্বালা
চোখে দারুণ খরা
পুড়লো স্বজন ভাঙলো স্বপন
পোড়ালো এ ধরা
আমার চোখে দারুণ খরা।

শত শত বছর ধরে
এই অভাগা জাতির পরে
চলছে ভীষণ - কী নির্যাতন
শাস্তি সীমাহারা।
আমার চোখে দারুণ খরা।

কিছু মানুষ বেঁচে থাকার উপায় নিয়ে ফেরে,
ওড়ায় ধুলো বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে।

তাদের কথা ঢেউ জাগালো,
দৃষ্টিহারা মানুষগুলো
দেখছে আবার - ভাবছে ফেরার
পথটি কাঁটায় ভরা
আমার চোখে দারুণ খরা।

সেদিন কি আর আসবে না?

সেদিন আবার কি আসবে না?
যেই দিন পোড়া বারুদের গন্ধে-
ধূসর পৃথিবী ভাসবে না।

কান্নার ধ্বনি হবে সুপ্রাচীন ধরণীর ইতিহাস
খুন হয়ে যাবে অকারণ সব যুদ্ধের অভিলাষ।
লাশে ভরা এই সভ্যতা আর রিক্ত বসতি জুড়ে
প্রাণ ছুঁয়ে যাবে, জীবন জাগবে মৃতের আঁস্তাকুড়ে
নীলিমা কি তার ভালোবাসা নিয়ে-
দূর দিগন্তে মিশবে না?

সুরে সুরে হবে লেনদেন সব মানুষের চাওয়া পাওয়া
বাতাসে ভাসবে সেই গান যা হয়নি এখনো গাওয়া
যে গান কেবলই ভালোবাসা আর জীবনের কথা বলে
হাসায় কেবল- হাহাকার আর অশ্রুকে মুছে ফেলে
আকাশ কি তার উদারতা নিয়ে
পৃথিবীর সাথে হাসবে না?

বিভেদের বাধ ভেঙ্গে যাবে, যেমন এখন হৃদয় ভাঙে
মানুষ সাজাবে মানুষের হাত নির্ভরতার রঙে
সীমান্তগুলো হয়ে যাবে সব মিলেমিশে একাকার
অধিকার পাবে সবার হৃদয় দিগন্তে হারাবার
শান্তির রঙে জীর্ণ জীবন
এবার কি তবে সাজবে না?

(কৃতজ্ঞতা: শাহীন মাহমুদ)

৭৫

চিরবন্ধু

ওই যে আকাশ ওই যে পাখি
বইছে বাতাস দেখছ নাকি?
জানলা দিয়ে ঝিলমিলিয়ে
সূর্যসোনা দিচ্ছে উঁকি।

ডাগর দুটো চক্ষু মেলে
দেখছ অপার কৌতূহলে
এই ত্রিভুবন গড়ল যে জন
সেজন কোথায় ভাবছ তা কি?

তিনিই জীবন তিনিই মরণ
তিনিই স্বপন আর জাগরণ
তিনিই থাকেন সবার মাঝে
সবখানেতে আপনা ঢাকি।

যে জন তাঁকে বন্ধু জানে
জয়ী থাকে সে সবখানে
যে জন তারে তুচ্ছ করে
আপনারে সে দেয় যে ফাঁকি।

স্রষ্টা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি
আমরা তাঁরই হুকুম মানি
আনন্দেতে তাঁরই হাতে
বেঁধেছি তাই মিলনরাখি।

উত্তরসূরি

অস্তিত্বের প্রতিটি কণায়
আজও তাঁর স্মৃতি ঝড় তুলে যায়
প্রতি নিঃশ্বাসে প্রাণবায়ু গায়
সেই উদাত্ত নাম।
তাঁর স্নেহময় চোখের তারায়
দেখেছি স্বপ্ন ডানা ঝাপটায়
সেই স্বপ্নেরা বাস্তবতায়
হচ্ছে দৃশ্যমান।
হাসছ কি তুমি সেই সুখে আজ
অনাবিল প্রাণবান।
প্রিয় এমামুয্‌যামান।

যতদিন ছিলে ধরার বাঁধনে
পেয়েছি তোমায় সব প্রয়োজনে
ভেবেছিল মন এভাবেই পাবে
চিরকাল দিনমান।
নিয়তির কাছে সব অসহায়
অবোধের কানে কানে বলে যায়
নশ্বর দেহ পরমাত্মায়
অবিনাশী অম্লান।
সিক্ত কি ওই আঁখিপল্লব
মমতায় করে স্নান?
প্রিয় এমামুয্‌যামান।

দিয়ে গেছ তুমি যা কিছু দেবার
হারিয়ে ফেলেছি কতকিছু তার
অপূরণ ক্ষতি হয়েছে ধরার
হই তবু আগুয়ান,
রেখে গেছ এক খর তরবার
উত্তরসূরি ন্যায়-অবতার
সুদর্শনের সংঘাতে তার
ঝরে বাসুকির প্রাণ।
দেখছ কি সুখে স্নেহের মিতার
বিজয়ের অভিযান?
প্রিয় এমামুয্‌যামান।

৭৭

অভিনয়

নাস্তিক্য তবু সয়।
নাস্তিক্যের অভিনয় -
মদের বোতলে পোরা বিষ মনে হয়।

দাড়ি টুপি তবু সয়।
ধার্মিকের অভিনয়
দুধের বোতলে পঁচা মদ সঞ্চয়।

গলাবাজি তবু সয়।
ভোটাভুটির অভিনয় -
গাঁজার বিড়িতে হেরোইন প্রাণময়।

বুর্জোয়া তবু সয়।
বিপ্লবীর অভিনয় -
আঁতরের ঘ্রাণে ক্লোরফর্ম কথা কয়।

শত্রু তবুও সয়।
বন্ধুতার অভিনয় -
মরাকাঠ ভেবে কুমিরের আশ্রয়।

বিরহ তবুও সয়।
মিলনের অভিনয় -
গরলের কাছে অমৃতের পরাজয়।

দ্যা লিডার অফ দ্যা টাইম

নিরন্ন মানুষের ক্রন্দন, আর মজলুমের হাহাকার
কাঁদছে নিপীড়িত জনতা, আর কাঁদছে জননী আমার।
অসহায় মানুষের ক্রন্দন, আর মজলুমের হাহাকার
কাঁদছে উপবাসী জনতা, আর কাঁদছে জননী আমার।
আর কত কান্না, আর কত রক্তের বন্যা,
বয়ে যাবে মেঘনায় সাহারায়, বয়ে যাবে সারা দুনিয়ায়?
এ প্রশ্ন কোটি মানুষের, জানাতে জবাব তাদের-
এসেছেন এক মহাপ্রাণ, এসেছেন যামানার এমাম।
দ্যা লিডার অফ দ্যা টাইম।

কলেমা হারিয়ে জাতি সর্বহারা, কাঁধের উপরে বিজাতি প্রভুরা,
চাপিয়ে দিয়েছে এক মরা ইসলাম, বানিয়ে রেখেছে বধির অন্ধ গোলাম।
তাদের জন্য গেয়ে মুক্তির গান, ফোটাতে মরুর বুকে ফুলের বাগান,
একটি নতুন ভোর দিতে উপহার, এসেছেন যামানার এমাম।
দ্যা লিডার অফ দ্যা টাইম।

হুকুম চলবে শুধু এক আল্লাহর, একজনই এলাহ তিনি, নাই কোন আর
তাঁর হুকুমেই চলে সৃষ্টি জাহান, মানি না হুকুম শুধু মোরা ইনসান।
কোর'আন নিয়েছে ঠাঁই কালো হরফে, হেদায়াহ হারিয়ে গেছে সিতারালোকে,
কবুল হয় না তাই কোনো ইবাদত, এসেছেন এমাম নিয়ে মুক্তির পথ,
দ্যা লিডার অফ দ্যা টাইম।

(২৫ মার্চ ২০১২)

৭৯

ইনশা'আল্লাহ

শোনেন শোনেন স্রষ্টার সৃষ্টিরা
সৃষ্টির সেরা জীব মানুষেরা
আল্লাহ দিলেন বিজয়ের ঘোষণা
আমরাই হবো- হবো জগতের সেরা।
ইনশা'আল্লাহ ইনশা'আল্লাহ ইনশা'আল্লাহ।

ভুলে থেকো না আর থেকো না আল্লাহর বান্দারা,
দীন কায়েমের ডাক এসেছে কর না অবহেলা।
অবারিত হল রহমের দরজা,
টলমল করে নসরের পেয়ালা।
তৈয়ার হও তৈয়ার হও তৈয়ার হও।

এই যুগে সত্যদীনের পাল উড়িয়েছেন যিনি,
কে সে নায়ের কাণ্ডারি?
আমাদের এমাম, এমামুয্যামান, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

আল্লাহ নিজে ঘটালেন মো'জেজা,
এমামত পেল এই শেষ যামানা।
মাশা'আল্লাহ মাশা'আল্লাহ মাশা'আল্লাহ।

আল্লাহ মহান অন্তর্যামী, এই দুনিয়ার মালিক তিনি
তাঁর বন্ধু মোদের নবী, আমরা উম্মতে মোহাম্মদী।
ছিলেন তিনি যোদ্ধানবী, তাঁর হুবহু প্রতিচ্ছবি,
তার সুন্নাহ মোদের এমাম, কণ্ঠে তাঁর আওয়াজের প্রতিধ্বনি।

তওহীদ মানো আল্লাহর বান্দারা
তোমরাই হবে- হবে জগতের সেরা।
মো'মেন হও মো'মেন হও মো'মেন হও।

বসে থেক না, আর থেক না এমামের সন্তানরা,
সারা জাহানে তোমরাই আছ সিরাজুম মুনিরা।
জাগরিত হও মজলুম জনতা,
জাগরিত হও অসহায় জনতা,
মো'মেনের তরে আছে বিজয়ের মালা।
ইনশা'আল্লাহ ইনশা'আল্লাহ ইনশা'আল্লাহ।

(কৃতজ্ঞতা: জিল্লুল শাহীন)

মকবুল হজ্ব

হাজি তুমি যাচ্ছ হজে
ভাবছ হবে পুন্যবাণ?
কাঁদছে হেথায় বানভাসী আর
অনাহারী ছোট্ট প্রাণ।
অর্থ নিয়ে কাড়ি কাড়ি,
ঢালবে মিছেই আরবদেশে,
অর্থে তোমার হক রয়েছে
ভাসছে যারা বাংলাদেশে।
বাদশাহজাদার দাবড়ানিতে
পায়ের তলায় হচ্ছো লাশ,
আল্লাহ আছেন ত্রাণশিবিরে,
খুঁজতে তাঁকে কোথায় যাস?

৮১

মো'মেন হয়েই বাঁচতে হবে

বেঁচেই যদি থাকব ভবে, মো'মেন হয়েই বাঁচতে হবে।
গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা, এক মুহূর্ত নয়।

শাহাদাতের গেলাশ হাতে, জয়ের নেশায় মন রাঙাতে
প্রভুর হাতে হাতে মেলাতে, আর কি দেরি সয়?
দাজ্জালের এই দুঃশাসনে, শান্তি গেছে নির্বাসনে,
কাফের তাগুত আগ্রাসনে, পুঁতিগন্ধময়।
এ দুর্দিনে দিনের আলো, অন্ধকারের চেয়েও কালো
আবর্জনার রাজ্যে কেন, করছি জীবন ক্ষয়।
দীন কায়েমের আহ্বানে, রক্তে যাদের জোয়ার আনে
তারা কেন ভাটার টানে, অসাড় হয়ে রয়।

আল্লাহ তোমার বিরাট নসর, দাওনা কেন যায় যে আসর,
এক দিনেতে একটা বছর, মোদের মনে হয়।
হাতের মুঠোয় অঙ্গার লাল, রাখব ধরে আর কত কাল?
কবুল করে জান আর মাল, এবার দাও বিজয়।

সত্য এমাম, সত্য জাতি, দীন কায়েমের প্রতিশ্রুতি
সবই তোমার দয়া প্রভু, মোদের সাধ্য নয়।
বেঁচেই যদি থাকব ভবে, মো'মেন হয়েই বাঁচতে হবে।
গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা, এক মুহূর্ত নয়।

▸ *আসর - শেষ সময়*

কাবার কান্না

কাবারও আত্মা আছে, তার সুখ ও দুঃখ আছে। যখন কাবার চারপাশ দিয়ে তওহীদহীন মুসলিম নামধারী পথভ্রষ্ট জনসংখ্যা তাওয়াফ করে তখন আল্লাহর তওহীদের ঘর কাবার ভীষণ অসহ্য লাগে। তখন কাবা অঝোরে কাঁদে। আদম (আ.) এর সময় থেকে শুরু করে নুহ (আ.) পর্যন্ত কাবা ভালই ছিল। কারণ তখনও মানুষ আখেরি যুগের মত এতখানি মোনাফেক ছিল না। ইবরাহিম (আ.) এর সময় কাবা হেসেছিল, কারণ তখন কাবা বেশ কিছুদিনের জন্য তার পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু আবার মানুষ শেরক ও কুফরিতে লিপ্ত হলে আবারও তাকে কাঁদতে হয়। যখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল (সা.) এলেন, কাবাকে সকল শেরক ও কুফর থেকে পবিত্র করলেন, কাবা আবার হাসল। তারপর যখন আবার এই জাতি আল্লাহর তওহীদ ত্যাগ করল এবং তাগুতের পূজারী হয়ে গেল, তখন থেকেই আবার কেঁদে চলেছে বিশ্বের প্রাচীনতম এই পবিত্র গৃহ। সেই কান্না এখনও চলছে।

কান পেতে শোন কান্নার ধ্বনি, হৃদয় আকুল করা,
বুকফাটা সুরে তেরশো বছরে, কাঁদছে বসুন্ধরা।
কাঁদছে নীরবে আল্লাহর ঘর, হায় রে মহান কাবা!
চারপাশে মোর করিছে বিরাজ তাগুতের কালো থাবা।

বহু সহস্র লক্ষ বছর আগে মানুষের পিতা,
গড়েছিলেন অতি যত্নে আমারে, তোমরা শোন সে কথা।
ছিল না কথাও জৌলুস আর জাঁকজমকের বাহার,
ছিল শুধু রব আল্লাহর হুকুমতের অহঙ্কার।

সেই থেকে যত নবী রসুলের দুই নয়নের মনি,
এই ঘরখানা ছিল সকলের- হৃদয়ের রাজধানী।
ইব্রাহীম আর ইসমাঈলের পবিত্র দুই হাতে,
লেগেছিল ধূলি, ঝরেছিল ঘাম হাজরে আসোয়াদে।

৮৩

সারা জাহানের যত সম্পদ যাঁর পায়ে ধুলারাশি,
জুড়াতেন দেহ শ্রেষ্ঠ রসুল, আমার ছায়ায় বসি।
বিছিয়ে পাগড়ি করতেন সালাহ, আমার ছায়ার তলে,
কলেমার ডাক দিয়ে নিপীড়িত হলেন আমারই কোলে।

আমি তো ছিলাম বন্দীদশায় শেরেকের কারাগারে,
আমারে করিতে মুক্ত দিলেন রক্ত এ প্রান্তরে।
লক্ষ্য ছিল এ মানবজাতি একটি জাতি হবে,
আমার পানেই হানিফ সকলে ঐক্যবদ্ধ র'বে।

আজকে আবার লুট হয়ে গেছে আল্লাহর কলেমা,
মুসলিম নামে আছে শত কোটি, চেহারায় কালিমা।
পায়ে পরে আছে গোলমীর বেড়ি, গলদেশে শৃঙ্খল,
বন্যার তোড়ে ভেসে যাওয়া যত আবর্জনার দল।

ইসলামহীন এই দুনিয়ায় কাঁদছে আমার প্রাণ,
হজ্বের আদলে পরিহাস করে মিথ্যে মুসলমান।
কোথায় আছ রে হামজা খালেদ, কোথায় তারেক মুসা,
ছুটে এসে ফের, নিয়ে শমশের, ঘোচাও বন্দীদশা।

আর কত দেরি পবিত্র-প্রাণ ঈসা বিন মারিয়াম,
শুনছো না কাঁদে মোর ফরিয়াদে সাত জমিন আসমান?
পূর্ণ হয়েছে পাপের পেয়ালা, নেমে এসো তুমি আজ
যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে শান্তির যুবরাজ।

আমি তো চাইনি মণি-মাণিক্য হীরে মুক্তার সাজ,
দামী গেলাফের সুতোয় সোনার মনোরম কারুকাজ!
একটাই চাওয়া ছিল তোমাদের- কাছে শেষ যামানায়,
একজাতি হয়ে, হে বনী আদম, এসো মোর আঙিনায়।"
(৩ মে ২০১২ খ্রি)

বর্ণমালা

অ-দিয়ে অনাদি অনন্তকাল,
আছেন রবেন আ-তে আল্লাহ মহান।
ক-তে কাফের যত আছে দুনিয়ায়,
তারা যেন ত্রিভূবন ছেড়ে চলে যায়।
ম-তে মো'মেনের এক ইবাদত,
করা এই জমিনে খ-য়ে খেলাফত।
গাই গান গ-য়ে শুধু লা ইলাহা
ই-তে ইসলাম আর জ-য়ে জান্নাহ।

প-য়ে যারা দিয়ে গেছে প্রাণ কোরবান,
মৃত নয় তারা বলে আল কোর'আন।
র-তে হয় রক্তে রাঙানো বিজয়,
ক্ষ-তে শহিদের নাই কোন ক্ষয়।
ব-তে হয় বজ্র শ-য়ে শক্তি,
বজ্রশক্তি দিতে পারে মুক্তি।
সাথে হয় প্রয়োজন ন-য়ে নসর
আল্লাহ দিবেন স-য়ে অতি স্বত্তর।

ঐ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি,
ঝ-য়ে যত আসে ঝড় নাই কোন ক্ষতি।
ন-য়ে নাই ভুল এমামের নিশ্চয়,
হ-য়ে হবে হেদায়াত প্রাপ্তের জয়।
ড-য়ে নাই কোন ডর, ভুলে বাম-ডান,
ছ-য়ে আয় ছুটে ছেড়ে ট-য়ে পিছুটান।
য-য়ে এই যামানার এমামের ডাক,
দ-য়ে দীন দশ দিকে জয়ী হয়ে যাক।

৮৫

চ-য়ে চাওয়া একটাই ফ-য়ে ফরিয়াদ
হয়েছি ধন্য ধ-য়ে পেয়ে হেদায়াত।
ভ-য়ে যেন ভালবাসা পাই চিরকাল,
ত-য়ে ত্যাগ কর না মুহূর্তকাল।
নিয়ে গেছ এমামকে অভিমান নাই,
ওপারেতে পাই যেন পদতলে ঠাঁই।

জাগো

জাগো জাগো জাগো, মো'মেন মুসলমান,
শেকল পরে ঘুমিয়ে আছ, নেই কোন সম্মান।
বহু পূর্বেই হারিয়ে গেছে অর্জিত সব গৌরব,
শুকিয়ে গেছে জয়ের মালা, ফুরিয়ে গেছে সৌরভ।

'আর কতকাল থাকবে পড়ে, অপমানের আঁস্তাকুড়ে?
এই কালঘুম ভাঙবে কবে?' ডাকছেন এমামুয্যামান।
ফুটবে কখন ভোরে আলো, শুনব বেলালের আযান,
সারা দুনিয়ায় উড়বে কবে সত্যদীনের নিশান?

কোটি মানুষের ভিড়ে, বিবাগী হয়ে ফিরে,
কালেমার ডাক নিয়ে এমামের কত সন্তান।
'হবেই হবে আমাদের জয়', বলেই গেছেন এমাম,
'আসতে নসর আর দেরি নেই', বলেছেন আল্লাহ মহান।

(কৃতজ্ঞতা: মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী)
(১১ মার্চ ২০১২)

হাজার সালাম

যামানার এমাম এমামুয্‌যামান
তোমায় জানাই মোরা হাজার সালাম।
তুমি মোদের আত্মার পিতা,
তোমায় ভুলবে না ভুলবে না তোমার সন্তানেরা।

যে মহাসত্য দিয়ে গেছ তুমি,
সেই সত্য মোদের প্রাণের চেয়েও দামি।
আল্লাহর নামে শপথ নিলাম,
সত্য কায়েমে জীবন দিয়ে দিলাম।

চলে গেছ পরম শান্তির দেশে
আছ তবু মোদের আত্মায় মিশে।
তোমার পায়ের চিহ্ন ধরে,
আসছি মোরাও কিছুদিনের পরে।
তোমার কথা স্মরণ করে,
চলব মোরা সরল পথের পরে।
যেদিন মোদের বিজয় হবে
কাঁদব সবাই তোমার কথা ভেবে।

জানি তুমি দেখছ সবই,
তোমার কাছে মোদের প্রাণের দাবি,
রোজ হাশরে উঠব যেদিন
মুখ ফিরিয়ে নিও নাক সেদিন।

(কৃতজ্ঞতা: জিল্লুল শাহীন)

৮৭

কাফেলা

আমরা যে দুরন্ত একদল বেদুইন
ছুটছি ঝড়ের বেগে নিশিদিন বাধাহীন।
পথ অতি দুর্গম পদে পদে মহাভয়,
পায়ে দলে যাই চলে, আমরা তো দুর্জয়।
জানি জানি পরিণতি বিজয় সুনিশ্চয়।

ধীরে ধীরে পথ হয়ে ওঠে আরো বন্ধুর,
মাথার উপরে হানে শেলসম রোদ্দুর।
চারিদিক ধু ধু মরু, দূরত্ব অজানা,
জানি শুধু পরিণতি জয় ছাড়া কিছু না।
মো'মেনের অভিধানে পরাজয় থাকে না।

এ জাতির নেতা যিনি আল্লাহর বান্দা,
পশ্চিম দুর্গের পতনের বার্তা।
যামানার এমামের পদধূলি মেখে গায়ে,
সেজেছে নবীন নেতা বিজয়ের পতাকায়।
বজ্রশক্তি তার দু'টি চোখে চমকায়।

মিতা বলে ডেকেছেন তোমায় যে মহাপ্রাণ,
সেই এমামের পানে ছুটে চলো হে জোয়ান।
পিছু ফিরে দেখবার নাই কোন প্রয়োজন,
আমরা তোমার ডানে বামে আছি সারাক্ষণ।
নসর ডাকছে ঐ খুলে দেখো দু' নয়ন।

(৪ এপ্রিল ২০১২ খ্রি)

এগিয়ে চলরে বীর

এগিয়ে চলো রে বীর আল্লাহর স্মরণে,
পাড়িয়ে মাড়িয়ে যাও কাঁটাতার চরণে।
দু'হাতে ছিঁড়ে ফেল গোলামির জিঞ্জির,
তোমার পায়ের ঘায়ে ধরা হোক অস্থির।
সহস্র স্বরে গাও আল্লাহর জয়গান,
তোমরা এ যামানার এমামের সন্তান।
এক হয়ে যাবে সব মসজিদ মন্দির,
জয় হবে তোমাদের জেনে নাও তাকদির।
বিজয়ের অভিযানে হও উন্নত শির।
আল্লাহু আকবার, এগিয়ে চল রে বীর।

তোমাদের পদাঘাতে কাঁপে জমিন-আসমান,
থরো থরো কাপছে সে ইবলিস শয়তান।
দুনিয়ার তখ্‌তে সে জালেমের অধিকার,
প্রগতির সওয়ারিতে এক চোখা জানোয়ার।
কপালে কাফের লেখা দেখ দেখ হে মো'মেন,
দুনিয়ার ভাণ্ডারে মালিকানা বাধাহীন,
অতি বড় প্রতারক দাজ্জাল নাম তার,
টুঁটি চেপে ধরো তার দিয়ে রণ হুঙ্কার।
আল্লাহ তোমার দলে ভয় নেই কোন আর,
সমস্বরে তাকবির, আল্লাহু আকবার।

শ্বাসরোধ কর ঐ অসভ্য দানবের,
অশ্রু মুছিয়ে দাও অসহায় মানবের,
কায়েম করতে হবে আল্লাহর খেলাফত,
অবারিত হবে সেই অসীমের নেয়ামত।
জগতে বইবে শুধু শান্তির সুবাতাস,

রহমতে বরকতে ভরে যাবে চারিপাশ।
রাখো রে জীবন বাজি একবার জীবনে,
কী তফাত মো'মেনের জীবনে ও মরণে?
আল্লাহ রসুল আর এমামের চরণে।
সঁপে দাও জান-মাল জান্নাত বরণে।

শত কোটি মালায়েক তোমাদের পিছে যায়,
রণসাজে সজ্জিত হুকুমের অপেক্ষায়,
অপলকে চেয়ে আছেন আল্লাহর আরশে,
লাখো নবী রসুলের দোয়ারাশি বরষে।
মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে হৃদয়েতে সাকিনা,
হবেই হবেই জয় পরাজয় বুঝি না।
তোল তোল গর্জন, দেরী কেন তবে আর,
দাজ্জাল করে শোন মুমূর্ষু চিৎকার।
মিথ্যার মস্তক হয়ে গেছে চুরমার।
বাজে সাত আসমানে - আল্লাহু আকবার।

ভুলে যাও মিছে চার দেয়ালের বন্ধন,
কোরবান কর জীবনের যত অর্জন,
সম্মুখে খুঁজে নাও তোমাদের ঠিকানা,
আকাশ ছায়াতলে জমিনের বিছানা।
এটাই তো মো'মেনের চির কাঙ্ক্ষিত পথ,
জীবনের দুই পারে সফল ভবিষ্যৎ।
তোমরাই আলোকিত উম্মাহ এ যামানার,
বজ্রশক্তি আর নসর সঙ্গী যার,
এ সুযোগ আসবে না পৃথিবীতে বার বার,
বজ্রকণ্ঠে বলো আল্লাহু আকবার।

▸ *সাকিনা - আত্মপ্রত্যয়*
(১৯ জুন ২০১২ খ্রি)

তূর্য বাজে

তোরা কে কে যাবি আয়, মৃত্যু সাগর পাড়ি দেব রে
লুপ্ত করে বন্দিদশা, কবর দিয়ে সব হতাশা
সত্যদীনের জাগরণের তুর্জ বাজে রে।

বিজয়গানে মাতব মোরা, পায়ের তলে আসবে ধরা,
হাতের মুঠোয় সূর্য রেখে, মরুর ঝড়ে বানের বেগে,
পাল উড়াবো রে, সবুজ পাল উড়াবো রে।

আজকে যারা মহাসুখে, স্বপ্নমদির দু'টি চোখে,
দাজ্জালেরই স্বর্গনীড়ে আঁকছ ভবিষ্যৎ
কালকে ভোরে তাদের বাসর, হয়তো হবে ধুলোয় ধুসর
আঁস্তাকুড়ে থাকবে পড়ে তাদের বিজয়রথ।

মোরা মৃত্যু শুনে অট্টহাসি, যোদ্ধা মোরা নইকো ঋষি,
নতুন করে জন্মেছি এই সরলপথের পরে,
কে আছ কোন রাজাধিরাজ, খুলে হীরে মুক্তোর তাজ,
দাঁড়াও করজোড়ে, তোমরা দাঁড়াও নতশিরে।

ছড়িয়ে পড় দিগ্বিদিকে, সাগরজলে- মরুর বুকে
ছিন্ন করে মিথ্যের জাল, সকল প্রতারণা,
বজ্র হয়ে আঁছড়ে পড়, অগ্নিগিরির মূর্তি ধর,
তোমার হাতে দাজ্জালেরই মৃত্যু পরোয়ানা।

৯১

রহমতের বৃষ্টিধারা

ঝরো ঝরো বৃষ্টি আমার উষর বুকের পরে
যামানার এমামের নামে ঝরো অঝোর ধারে।
তেরশো বছরের খরায় শুষ্ক মরুভূমি,
রহমতের বৃষ্টিধারায় সিক্ত কর তুমি।
রহম কর তুমি।

আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর অপার করুণাময়
যামানার এমামের দিদার তুমি দিয়েছ আমায়
ছিলাম পড়ে আঁস্তাকুড়ে তাগুত আঙিনায়,
ঠাঁই দিয়েছ যতন করে তওহীদের ছায়ায়।
রহমতের ছায়ায়।

আল্লাহ তুমি আর কতকাল রাখবে এমন করে,
শাহাদাতের তৃষ্ণাতে প্রাণ কেমন ব্যাকুল করে।
যামানার এমামের নামি এই মোনাজাত করি,
সুলতানান নাসিরা তোমার দাও গো তাড়াতাড়ি,
দাও গো ত্বরা করি।

হুকুম মানবো এক আল্লাহর

যামানার এমাম ডেকেছেন আজ
কাটবে এবার রাতের আধাঁর
“তওহীদে এসো- শির উঁচু করে,
হুকুম মানবো এক আল্লাহর”।

দাজ্জাল আজ বড় উদ্ধত
পৃথিবীটা তার করতলগত
কাপুরুষে তার সাজদায় রত
আল্লাহকে ভুলে গোলাম তার।
মো’মেনরা আজ এক হও সবে
আবার পৃথিবী আল্লাহর হবে
ঝান্ডাটা শুধু আল্লাহরই রবে
প্রতিজ্ঞা হোক আজ সবার।

ইবলিশ আজ রাজার আসনে,
প্রভু সে এখন মাখলুকের
উপহার তার অবিচার,
রাজা - রক্ত, যুলুম, অন্যায়ের।

কোরবান হোক জান আর মাল
ঈমানটা শুধু থাকুক সামাল
ধ্বংস করব আজ দাজ্জাল
শান্তি আসবে ফের আবার।
মুছে যাক সাথে যত অন্যায়
আঁধারের আজ আসুক বিদায়
মো’মেনরা আজ কে আছ কোথায়
কোরবান কর প্রাণ সবার।

(কৃতজ্ঞতা: শাহীন মাহমুদ)

৯৩

ঘুম ভাঙ্গার ডাক

ঘুম ভেঙেছে আজ আমাদের থাকবো নাকো আর শুয়ে
দাজ্জালেরই ধুম্রজালে আকাশ বাতাস যায় ছেয়ে।
এই পৃথিবী নেই যেন আর মানবজাতির বাসভূমি,
জাহেলিয়ার আগ্রাসনে দেও-দানবের খাসজমি।

যে আগুনে তাপ নেই আর, যে কৃপাণে নাইকো ধার,
যে চাঁদে নাই জোছনা ধারা, যে নদীতে নাই জোয়ার,
যে ঈমানে বিদ্রোহ নাই, নাই কোরবানী, নাই জেহাদ,
ঝড়ের মুখে খড়কুটো সে, স্রোতের মুখে বালির বাধ।

বান্দাকে মেনে হুকুমদাতা, আল্লাহকে ভিখ দিস নামাজ,
স্রষ্টা তো নয় দীন ভিখারী, জাল্লে জালাল বে-নেয়াজ।
এই যামানার এমাম এসে ডাক দিয়েছেন ঘুম ভাঙার,
যুগান্তরের ঘুম ভেঙে আয়, ভোর হতে দেরি নাই যে আর।

(১২ অক্টেবর ২০১২)

বালাগ বন্ধ হবে না

যদিও আমরা অযোগ্য পাপী অবাধ্য সন্তান,
তবু দুই হাতে ধরে আছি আজও দিয়ে গেছ যে নিশান,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি দেহে যদি থাকে প্রাণ,
নিয়ে যাব এই নিশান তোমার, চেতনা বহ্নিমান।
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!

আজও হৃদয়ের গহীন গভীরে তোমার উচ্চারণ,
বালাগ বন্ধ হবে না, হবে না- কানে বাজে সে ভাষণ,
থাকতে পারি না, থামতে পারি না, ছুটে চলি সারাক্ষণ,
হাটে বাটে ঘাটে প্রান্তরে মাঠে গেয়ে যাই সে আযান।
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!

চেয়ে দেখ ঐ পূব দিগন্ত ঝলমল করে আজি,
নতুন সূর্য আনব ছিনিয়ে জীবন রেখেছি বাজি,
প্রতিকূল স্রোতে নাও বেয়ে চলি মোরা কাণ্ডারি মাঝি,
দুঃসহ এক তিমির রাত্রি হয়ে গেছে অবসান।
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে উদাত্ত আহ্বান
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!
দিক-দিগন্তে প্রচারিত হবে আল্লাহর জয়োগান
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!
থামবে না সংগ্রাম কভু থামবে না অভিযান।
হে পিতা হে মহান! হে পিতা হে মহান!

৯৫

শুভ জন্মদিন

কালের প্রবাহে ম্লান হয়ে গেছে
মানুষের ইতিহাস,
ক্ষয়ে গেছে কতশত সভ্যতা
ধর্ম ও বিশ্বাস।

মহাকালের এই ভাঙাগড়া বেয়ে
আজকের এই দিনে,
পৃথিবী আবার ধন্য হয়েছে,
এমামের আগমনে।

আজ এই দিনে বিশ্বভূবনে
তোমার আবির্ভাব,
মিটিয়ে দিয়েছে সকল প্রশ্ন
দিয়েছে সব জবাব।

আমাদের প্রাণে তোমার জন্যে
ভালবাসা সীমাহীন,
কল্যাণ হোক সার্থক হোক
তোমার জন্মদিন।

▸ *প্রিয় ব্যক্তিত্ব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের জন্মদিনে পঠিত।*

ভিন্ন মানুষ

[প্রিয় ব্যক্তিত্ব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের উদ্দেশ্যে]

আটশো কোটি মানুষের ভিড়ে
একটি মানুষ ভিন্ন,
সকলের সাথে একাকার তবু
সব থেকে অনন্য।

সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে
তার পরিণাম ভোগ করা-
উদয়-অস্ত নিজের জন্য
জীবন যাপন করা
নীতি নয় তাঁর, তিনি অনিবার
স্বার্থের বিপরীতে-
আবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার
সংগ্রামে নিমগ্ন।

মানুষ মরছে হতাশার ঘোরে
সংকটে বেসামাল,
মহামারী আর যুদ্ধের ঘায়ে
ছেঁড়া পাল ভাঙ্গা হাল।
পতনের এই অন্তিম ক্ষণে
আল্লাহর ইশারায়
দাঁড়ালেন তিনি রুখে দিতে এই
সংকট সমাসন্ন।

ধমনীতে তাঁর প্রবাহিত হয়
লোহিত অগ্নিশিখা,
ললাটে তাঁহার মানুষের তরে
চিন্তার বলিরেখা।
শত বিপদেও স্থির তিনি
আশ্রয় নিরাশায়,
তাঁরই হুংকারে দিকে দিকে বাজে
রনভেরি অগণ্য।